আমার দেখা
আল্লামা শাহ আহমদ শফী (রহ.)



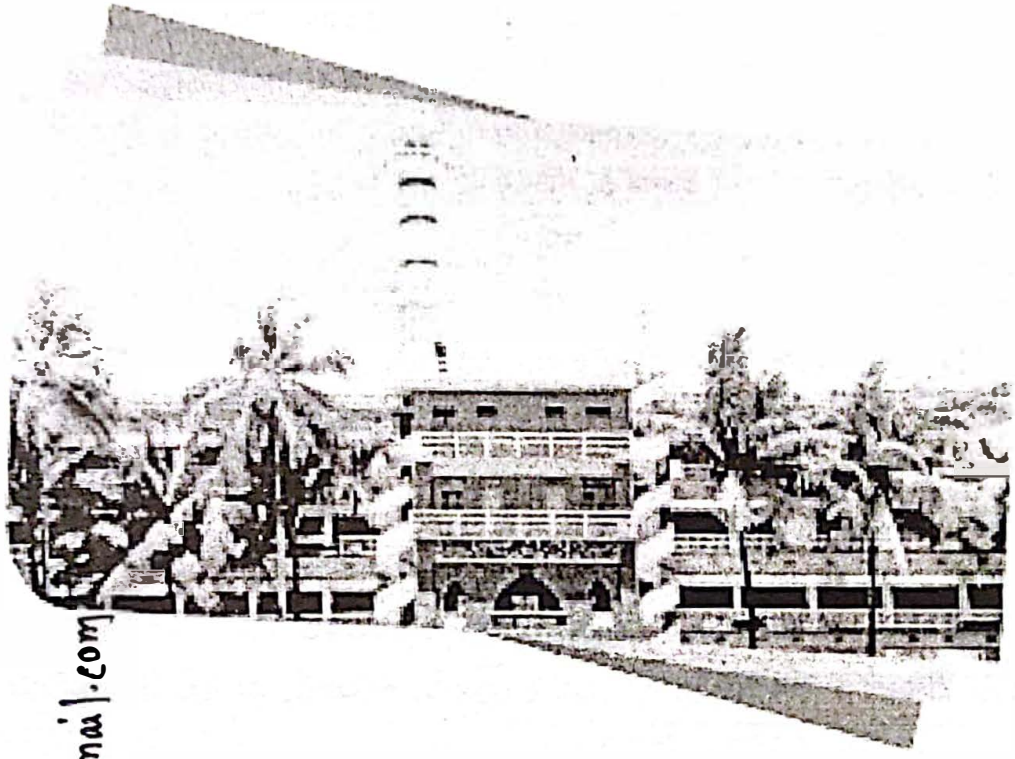
- হযরতের মাকবূলিয়াতের রহস্য
- তাঁর গুণাবলি
- তাঁর কিছু মূল্যবান নসীহত
- কিছু কারামত
- কিছু শিক্ষণীয় ঘটনা

হাসান আহমদ শাকির কাসিমী

উস্তাযুল হাদীস, মারকাজুল উলূম আল-ইসলামিয়া ঢাকা

Scanned with CamScanner

আমার দেখা আল্লামা শাহ আহমদ শফী (রহ.)



- হযরতের মাকবূলিয়াতের রহস্য
- তাঁর গুণাবলি
- তাঁর কিছু মূল্যবান নসীহত
- কিছু কারামত
- কিছু শিক্ষণীয় ঘটনা

হাসান আহমদ শাকির কাসিমী

উস্তাযুল হাদীস, মারকাজুল উলূম আল-ইসলামিয়া ঢাকা

মোঃ আবুল হোসেন
30/12/2021
apn[redacted]@gmail.com

Scanned with CamScanner

গ্রন্থের নাম

আমার দেখা আল্লামা শাহ্ আহমদ শফী রহ.

রচনায়

হাসান আহমদ শাকির কাসিমী

খলীফা, হযরত শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.
ফাযেল, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্রগ্রাম ও দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
মুতাখাস্‌সিস ফিল ফিকহি ওয়াল হাদীস, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্রগ্রাম
উস্তাযুল হাদীস, মারকাজুল উলূম আল-ইসলামিয়া ঢাকা-১২১৪
উস্তায, ইসলামী দাওয়া ইনস্টিটিউট ঢাকা

যোগাযোগঃ ০১৭১৪ ৯৫৫ ৬৮৫ (আছরের পর)

কম্পোজঃ আব্দুল্লাহ আল-মারুফ ও আবু আমাতুল্লাহ

প্রচ্ছদঃ মাওলানা জহীরুল ইসলাম সাদী

প্রথম প্রকাশ : সফর ১৪৪২ হিজরী, অক্টোবর, ২০২০ ঈ.
দ্বিতীয় প্রকাশ : রবিউস্ সানী, ১৪৪২ হিজরী, নভেম্বর, ২০২০ ঈ.

মূল্য : ৫০ টাকা মাত্র

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুল মাদীনা, ঢাকা মোবাঃ ০১৯৬১ ৭৯ ৩৪১৪

(ভি.পি ও কুরিয়ার যোগে কিতাব পেতে উক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন)

পরিবেশনায়ঃ মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ও
জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী, চট্রগ্রাম

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের কথা	৫
হযরত রহ.-এর মাকবুলিয়াতের রহস্য	৮
হযরত রহ.-এর উল্লেখযোগ্য কিছু গুণ	৯
সুন্নতের অনুসরণ	৯
উত্তম আখলাক	১০
বিনয় ও নম্রতা	১০
তাহাজ্জুদের অভ্যাস	১১
দায়িত্ব সচেতনতা	১২
স্নেহ-মমতা ও মহানুভবতা	১৪
ইলমের পিপাসা	১৯
আতিথেয়তা	১৯
ক্ষমা প্রার্থনা	২২
আযীমতের উপর আমল	২৩
উম্মতের প্রতি দরদ	২৩
দেশপ্রেম	২৪
ইসলামবিরোধীদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সচেতনতা	২৫
প্রেরণা যোগানো	২৫
মুতাআল্লিকীনের খোঁজ-খবর রাখা	২৬
সাহাবায়ে কেরামের আজমত	২৭
এখতেলাফ নিরসন	২৭
সরলতা	২৭
পরামর্শ গ্রহণ	২৮
মাদরাসার জিনিসের প্রতি দরদ	২৯
হুজুরের কিছু মূলবান নসীহত	২৯
পোষাকে নয়; কামাল অর্জনের দ্বারা সম্মান লাভ হয়	২৯
তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হোন	৩০
লেখকের একটি আরজ	৩১
'উস্তায হয়ে আমল করব' এটা শয়তানের ধোঁকা	৩১
তাওয়াযু' ও এখলাছের অভাবে মাদরাসায় ফেতনা হয়	৩২
শর্টকোর্সের মাধ্যমে ভালো আলেম হওয়া সম্ভব নয়	৩২
ফারসী উঠিয়ে দিয়ে মূলত ইলমে তাসাউফকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে	৩৩
তোমরা সনদের মান দিয়ে কী করবে? তোমাদের ভেতরে কিছু আছে?	৩৩
শুধু কিতাব পড়া কিংবা বয়ান শোনার দ্বারা দ্বীনদার হওয়া যায় না	৩৬
মোবাইল ছাত্রদের সব কিছু শেষ করে দিয়েছে	৩৭
গুনাহ পরিত্যাগ করুন	৩৭
নজরের হেফাজতের তরীকা	৩৮
উস্তাযগণের সামনে كالميّت في يد الغسّال হয়ে যাও	৩৮
নিজেকে যোগ্য ভাবলেই যোগ্য হওয়া যায় না	৩৮
মাদরাসার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা প্রকৃত তালিবুল ইলমের জন্যই কেবল জায়েয	৩৯
গাশতের আদব	৩৯
কারো গীবত-শেকায়েত করবেন না	৪০
যখনই সময় পাবেন, রেসালা পড়াবেন	৪০
নিজেরটা খাবেন, পরেরটটা খাবেন না	৪১
হযরত রহ.-এর কারামত	৪১
শেষকথা	৪৫

Scanned with CamScanner

মুফতিয়ে আযম আল্লামা মুফতী আহমদুল হক রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী জালালুদ্দীন দা.বা.-এর দোয়া ও অভিমত

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির হেদায়েত ও দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবীর জন্য যুগে যুগে আসমানী কিতাব ও নবী পাঠিয়েছেন। যার ধারাবাহিকতা কুরআন কারীম ও সর্ব শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে শেষ হয়। এরপর কুরআন-সুন্নাহ্র হেফাজত, এর তালীম ও তাবলীগ ইত্যাদির দায়িত্ব 'ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া' উলামায়ে কেরামের উপর বর্তায়। নিকট অতীতে পূর্ণ নিষ্ঠা ও এ'তেদালের সাথে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেন খোদ রাসূলে কারীম ﷺ-এর ইশারায় প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা 'দারুল উলূম দেওবন্দ'-এর উলামায়ে কেরাম। দারুল উলূম হাটহাজারী, দারুল উলূম দেওবন্দেরই এক শাখা। দেওবন্দ থেকে তা'লীম-তরবিয়ত লাভকারী উলামা-মাশায়েখের কাছ থেকে জাহিরী-বাতিনী ইল্‌ম হাসিল করার জন্য আমি অধমও সেখানে ৪ বছর পড়েছি। আমার সেখানকার আসাতিযায়ে কেরামের মধ্যে সর্বশেষ উস্তায ছিলেন আল্লামা আহমদ শফী রহ.। আজীবন ওয়ারাসাতের উক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করে সর্বশেষ তিনিও আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর মাঝে একসাথে বহু গুণ বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে তাঁর বিকল্প কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই। অতএব তাঁর সীরাত-আদর্শ ও গুণাবলির আলোচনা করা খুবই জরুরী। এটি আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আসলাফের অনুসৃত সীরাতে মুস্তাকীমের উপর অটল থাকার জন্য সহায়ক হবে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এ বিষয়ে হুজুরের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও প্রিয় শিষ্য, আমার অত্যন্ত স্নেহের পুত্র মুফতী হাসান আহমদ শাকির **'আমার দেখা আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.'** নামক বই লিখেছেন। আমি বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। বইটিতে হুজুরের ব্যক্তিত্ব, তাঁর গুণাবলি ও যুগোপযোগী অতি জরুরী ও মূল্যবান কিছু নসীহত উল্লিখিত হয়েছে। বইটি আমার হৃদয়কে এমনভাবে স্পর্শ করেছে যে, আমাকে একই বৈঠকে এটি পড়ে শেষ করতে হয়েছে। আমি আশা করি, বইটি পাঠকদেরকে হুজুরের নকশে কদমের উপর চলা, হুজুরের গুণাবলি অর্জন ও তাঁর নসীহতসমূহের উপর আমল করার জন্য উৎসাহ যোগাবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আকাবির-আসলাফের আদর্শ ও চিন্তাধারার উপর টিকিয়ে রাখার জন্য বইটি অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে অধমের বিশ্বাস। তবে এটিতে হুজুরে সকল গুণ উল্লিখিত হয়নি। এজন্য হুজুরের সোহবতপ্রাপ্ত মাশায়েখের প্রতি এবিষয়ে আরো বিস্তারিত লেখার জন্য অনুরোধ করছি। আল্লাহ তা'আলা লেখক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, তাঁকে আরো বেশি দ্বীনী খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

ইতি

বান্দা জালালুদ্দীন উফিয়া 'আনহু
দারুস্ সুন্নাহ মুরাদগঞ্জ মাদরাসা, বিয়ানী বাজার, সিলেট।
১/৪/ ১৪৪২ হিজরী

Scanned with CamScanner

লেখকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد

আমার প্রাণপ্রিয় শায়খ, শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ. একজন আলেমে রব্বানী, আধ্যাত্মিক সাধক, উম্মতের রাহবার, বাতিলের আতঙ্ক, ঈমান জাগানিয়া আন্দোলন-সংগ্রামের সিপাহসালার এবং সর্বজন-শ্রদ্ধেয় প্রথিতযশা এক ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতি এমন একজন অভিভাবক হারালো, যার বিকল্প আমরা কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না। হযরত রহ. দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন এবং পুরো জীবনই তা'লীম-তরবিয়তসহ দ্বীনের বহুমুখী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গত ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার (সঠিক তথ্য মতে) মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে দোয়া কবুল হওয়ার মোবারক মুহূর্তে মাওলায়ে কারীমের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন।

হযরত রহ- এর বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে তাঁর কাছের লোকজন বড় বড় স্মারকগ্রন্থ রচনা করবেন বলে অধম আশাবাদী। হযরতের ইন্তেকালের পর অধম কয়েকটি মজলিসে তাঁর কিছু নসীহত ও স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা করেছিলাম। তখন থেকে কতিপয় প্রিয়ভাজন সেসব আলোচনাকে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করার জোর দাবি জানাতে থাকেন। তাঁদের মতে, এতে সর্বশ্রেণির লোক বিশেষকরে উলামা-তালাবা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। কিন্তু হযরত রহ.তাঁর ইল্‌ম, আমল, মারেফাত ও ইসলামী আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এত উচুঁ মাকাম অর্জন করে ছিলেন যে, অধমের পক্ষে সেসবের বর্ণনা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। হযরতকে কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন– এমন কোনো কামেল ব্যক্তিই হযরত সম্পর্কে যথাযথ আলোকপাত করতে পারবেন। আমার মতো নাকিছ ও নালায়েক হক আদায় করে কিছু লিখতে পারবে না। তবু অধমের ঘনিষ্টজনদের আবদার ও হযরতের প্রতি অধমের দীর্ঘ (প্রায় ষোল বছর) মহব্বত ও ভালোবাসার দাবি অনুযায়ী এখানে কেবল সেসব বিষয়ের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করব, যা আমি অধম হযরতের সোহবতে থেকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছি। উল্লেখ্য, এটি যেহেতু অধমের কোনো স্বতন্ত্র রচনা বা হযরতের কোনো জীবনীগ্রন্থ নয়–(*বরং এটি (কিছু সংযোজনসহ) হযরতের বিভিন্ন স্মরণসভায় উপস্থাপিত অধমের বিভিন্ন বয়ানের সংকলন।*) তাই এটিতে হযরতের জীবনবৃত্তান্ত উল্লিখিত হয়নি। ৮ - ১০ - ২০২০ ঈ. তারিখে হযরতের খুলাফায়ে কেরামের সমাবেশে এটি উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে এটি প্রস্তুত করেছি। হযরত রহ.-এর বড় সাহেবযাদা মাওলানা ইউসুফ সাহেবকে এর পাণ্ডুলিপির ফটোকপি দিয়েছি। তিনি এটি দেখে খুশি হয়েছেন। স্মর্তব্য যে, এতে আমি আমার দেখা বা আমার সাথে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনাও উল্লেখ করেছি। এসব কেবল স্মৃতিচারণের জন্য উল্লেখ করিনি; বরং এগুলো উল্লেখ করেছি

Scanned with CamScanner

বইয়ে উল্লিখিত হুজুরের মাকাম ও মর্যাদার প্রমাণ হিসেবে। তাছাড়া এতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, সেসবের আলোকে আমরা আমাদের মুহাসাবা করে নিজেদের সংশোধন করতে পারব। বিশেষকরে এসব ঘটনা আজকের ছোটদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করবে বলে অধমের বিশ্বাস। দূর থেকে তারা হুজুরকে দেখেছেন, হুজুরের ঈর্ষণীয় মাকবূলিয়াত প্রত্যক্ষ করেছেন; হয়তো মনে মনে তাঁর মতো হওয়ার ইচ্ছাও পোষণ করেন; কিন্তু অনেকে হয়তো এর কারণ জানেন না। তারা হযরত রহ.-এর এসব ঘটনা জেনে, তাঁর গুণাবলি অর্জন করে ভবিষ্যতে বড় হতে পারবেন; হযরত রহ.-এর যোগ্য উত্তরসুরী হয়ে দ্বীনের কাণ্ডারী হতে পারবেন বলে আমি আশাবাদী। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দাতা।

হযরত রহ.-এর খলীফা, বিশিষ্ট মুহাক্কিক ও ভাষাবিদ আলেম হযরত মাওলানা আহমদ মায়মূন সাহেব দা.বা. ও হযরত মাওলানা তাজুল ইসলাম ভৈরবী দা.বা. অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এর নজরে ছানী করে কৃতার্থ করেছেন। স্নেহাস্পদ আব্দুল্লাহ মারুফ লেখাটি কম্পোজ করেছন এবং মাওলানা কালীমুল্লাহ মাহফূজ কাসেমী (হাফিযাহুল্লাহ) এর পিডিএফ ফাইল গুরুত্বের সাথে পড়েছেন এবং কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুন। হযরত রহ.-অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট বাংলায় কথা বলতেন। তবে মাঝে- মধ্যে (বিশেষত মহব্বতের লোকদের সাথে আলাপচারিতায়)–এর ব্যতিক্রম আঞ্চলিক ভাষায়ও কথা বলতেন। অধমের স্মৃতিতে তাঁর এমন বহু কথা সংরক্ষিত রয়েছে। স্মৃতিচারণ ও কথাগুলোর অধিক গ্রহণযোগ্যতার স্বার্থে হযরত রহ.-এর এমন কিছু কথা তাঁর আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদসহ উদ্ধৃত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হযরত মাওলানা আহমদ মায়মূন সাহেব দা.বা. -এর পরামর্শে অধিকাংশ স্থানে তা পরিহার করেছি। আশা করি, পাঠকবৃন্দ বইটি থেকে উপকৃত হবেন এবং এর আদলে নিজের জীবন গড়ার চেষ্টা করবেন। অযোগ্যতা ও সময়ের স্বল্পতা হেতু এতে থেকে যাওয়া ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং সুপরামর্শ দিবেন। হযরত রহ. সুধারণাবশত ইসলাহী কাজের সাথে সাথে অধমকে কিছু রচনার নির্দেশও দিয়ে গেছেন; কিন্তু অধমের অলসতা, অযোগ্যতা, অসুস্থতা ও ব্যস্ততার কারণে কোনো কাজই তেমন করতে পারছি না। তাই পাঠকদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাওফীকপ্রাপ্তি ও কবূলিয়াতের দোয়া কামনা করছি। ইতি

বান্দা হাসান আহমদ শাকির

১৯-০২-১৪৪২ হি.;
০৭-১০-২০২০ ঈ.

Scanned with CamScanner

অর্পন

অধমের প্রাণপ্রিয় শায়খ, শায়খুল ইসলাম

আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.

-এর দারজাত বুলন্দীর উদ্দেশ্যে...

-লেখক

Scanned with CamScanner

হযরত রহ.-এর মাকবূলিয়াতের রহস্য

আমাদের হযরত রহ. এ যুগে, বরং নিকট-অতীতেও মাকবূলিয়াতের দিক থেকে সমসাময়িক সকল উলামায়ে কেরামের শীর্ষে ছিলেন। তাঁর এ ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে তাঁর শায়খ, শায়খুল আরব ওয়াল আজম, শায়খুল ইসলাম আল্লামা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. আঁচ করতে পেরেছিলেন তাঁর ছাত্রাবস্থায়ই, যখন তাঁর বয়স মাত্র ২১/২২ ছিল। হযরতের সমসাময়িক আলেম, আমাদের মাদরাসার সাবেক শায়খুল হাদীস, শাগরিদে মাদানী মাও. আবদুল আলীম আল-হুসাইনী রহ-এর মুখ থেকে আমি নিজে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হযরত মাদানী রহ. হাটহাজারীর হযরত রহ.-কে যখন খেলাফত দান করেন, তখন তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। তাই কিছু লোক মন্তব্য করে বসে যে, হযরত এখন বাচ্চাদেরকেও ইজাযত দিচ্ছেন। হযরত মাদানী তখন সফরে ছিলেন। সফর থেকে ফিরে হযরত রহ. লোকজনের এ মন্তেব্যের জবাবে বললেন,

لوگ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو بھی اجازت دے رہا ہوں۔ یہ بچہ کون ہے جس کو میں نے اجازت دی ہے؟ وہ تو احمد شفیع ہے ..... میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پورے ملک بنگال ان کے پیچھے بھاگتا ہوا پھر رہا ہے۔

অর্থাৎ, লোকেরা বলছে, 'আমি নাকি বাচ্চাদেরকেও ইজাযত দিচ্ছি' এই বাচ্চা কে, যাকে আমি ইজাযত দিয়েছি? সে তো আহমদ শফী!। (লোকজন একে বাচ্চা বললেও) আমি তো দেখতে পাচ্ছি যে, পুরো বাংলাদেশ তাঁর পিছনে দৌড়াচ্ছে।[১]

হযরত মাও. আবদুল আলীম আল-হুসাইনী রহ. বলেন, "আমি নিজ কানে হযরত মাদানী রহ.-এর মুখ থেকে উক্ত মন্তব্য শোনেছি। দীর্ঘ প্রায় ৭০ বছর পর, ৬ এপ্রিল ও ৫ মে ২০১৩ ঈ. সনে হযরতের সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়।"

তবে এখানে এই প্রশ্ন থেকে যায় যে, হযরতের এত মাকবূলিয়াতের কারণ কী? কী তার রহস্য? আসলে এর প্রকৃত ও বিস্তারিত কারণ তো মহান আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তবে হযরতের সোহবতে দীর্ঘ ছয় বছর এবং আসা-যাওয়ার মধ্যে

---

১. হযরত রহ.এর অন্তর্দৃষ্টির আরেকটি ঘটনা :তিনি সিলেটের গাছবাড়ী এলাকার অত্যন্ত মেধাবী আলেম মাও. শফীকুল হক বুলবুল -কে আকাবির –আসলাফ -এর রাস্তা থেকে বিচ্যুত না হতে বলেছিলেন। তখন তিনি দেওবন্দি আলেম ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি দেওবন্দিয়ত ছেড়ে মওদূদীবাদের সমর্থন করে বসেন। তার মৃত্যু ও মৃত্যু পূর্ববর্তী কয়েকমাস খুব সুখকর ছিল না। وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار

Scanned with CamScanner

আরো দশ বছর সময়ে হযরতকে কাছে থেকে দেখে অধম যা অনুভব করেছি, তা হলো– এটা তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ফযল ও করম এবং তাঁর শায়খ শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী রহ.-এর বিশেষ তাওয়াজ্জুহ-এর প্রতিফলন। তবে এর বাহ্যিক কারণ খুঁজলে বোঝা যায় যে, হযরত রহ.-এর মধ্যে বেশ কিছু গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, যা তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন ফযল ও হযরত মাদানী রহ.-এর বিশেষ তাওয়াজ্জুহের পাত্র বানিয়েছিল। তাঁর আকাশচুম্বী গ্রহণযোগ্যতার পিছনে সেসব গুণের বড় ভূমিকা ছিল।

হযরত রহ.-এর উল্লেখযোগ্য কিছু গুণ

[হযরতের গুণাবলি তো যথাযথভাবে কামেল ব্যক্তিবর্গই বলতে পারবেন। অধম তো তাঁর গুণাবলির ধারে কাছেও নেই; তবু তাঁর ভক্তবৃন্দের অনুরোধে এখানে আমার সামনে বা আমার সাথে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা ও হযরতকে কাছে থেকে অবলোকন করে দীর্ঘদিন তাঁর যেসব আমল, বয়ান, আচার-আচরণ ও উচ্চারণ প্রত্যক্ষ করেছি, সেসবের আলোকে আমি আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে এখানে সংক্ষেপে তাঁর কয়েকটি গুণ উল্লেখ করছি মাত্র। হযরত রহ.-এর বহু উর্ধে হবেন– এটিই আমার বিশ্বাস।[২]

সুন্নতের অনুসরণ

হুজুরের একটি বড় গুণ ছিল যে, তিনি সব সময় সুন্নতের অনুসরণ করতেন। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী যে ব্যক্তি সুন্নতের অনুসরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসবেন। ইরশাদ হয়েছে,

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله

অর্থাৎ, হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ... (আলে ইমরান:৩১)। আর সহীহ হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে ভালোবাসলে জিবরাঈল (আ.)-কে ডেকে নিজের ভালোবাসার ঘোষণা দিয়ে তাকেও ঐ ব্যক্তিকে ভালোবাসতে নির্দেশ দেন। অতঃপর জিবরাঈল (আ.) আকাশের সকল ফেরেশতাকে ডেকে তাকে ভালোবাসতে বলেন। তারপর তাঁরা জমীনে নেমে বিশ্ববাসীকেও তাকে ভালোবাসতে বলেন। অর্থাৎ, অন্তরে ঐ

২মূলত এই পদ্ধতি আমি অধম শিখেছি, শ্রদ্ধেয় পিতা শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী জালালুদ্দীন দা.বা.-এর কাছ থেকে। তিনি তাঁর শায়খ, মুফতীয়ে আযম, আল্লামা মুফতী আহমদুল হক রহ.-এর ওফাতের পর হাটহাজারী মাদরাসার পক্ষ থেকে লেখা পাঠানোর জন্য জোর দাবির প্রেক্ষিতে এ পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন।

Scanned with CamScanner

লোকের ভালোবাসার ইলহাম করেন। অতঃপর (সুন্নতের অনুসরণের ওসিলায়) জমিনে ঐলোক ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। (সহীহ বুখারী)

অধমের ধারণা মতে, হযরতের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার পিছনে ইত্তেবায়ে সুন্নতের বড় ভূমিকা ছিল। আমি তাঁর সাহচর্যের দীর্ঘসময়ে কখনো তাঁকে সুন্নত পরিপন্থি কোনো কাজ করতে দেখিনি। ছোট থেকে ছোট সুন্নতের প্রতিও হুজুরের খুব গুরুত্ব ছিল। বেদআতের প্রতি তাঁর অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। একদিন হুজুর বললেন, আমার কাছে অনেক আলেম-উলামা আসেন। তারা খেতে বসলে বাম হাত দিয়ে তরকারি নেন। এটা তো সুন্নতের খেলাফ। হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ- বাম হাত দিয়ে কোনো কিছু খেতে, পান করতে এবং কিছু নিতে বা দিতে নিষেধ করেছেন। কারণ, শয়তান বাম হাত দিয়ে খায় এবং পান করে....। (সহীহ মুসলিম)। উল্লেখ্য, হুজুর এমনভাবে ডান হাত দিয়ে চামচ ধরতেন যে, তাতে তরকারি লাগত না।

এমনিভাবে হুজুর মসজিদে প্রবেশের সুন্নত ও মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নতও শেখাতেন। সুন্নতী লেবাস ও পাগড়ী পরতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও আওয়াবীনের নামাজের তাগিদ দিতেন। প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার তাগিদ দিতেন। বিশেষ করে উস্তাযগণকে পাগড়ী পরিধান করে প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিতেন। অনেক সময় এর তদারকীও করতেন!

উত্তম আখলাক

হযরত রহ. খুবই উত্তম আখলাকের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও উচ্চারণ খুবই সুন্দর ছিল। হযরত অধিকাংশ সময় তাঁর নাতির সমবয়সী ছাত্রদেরও আপনি/আপনাদের বলে সম্বোধন করতেন। হুজুর নজরের হেফাজত করতেন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব থেকেই। তিনি আজীবন চারিত্রক কোনো কলঙ্কে কলঙ্কিত হননি। হুজুরের সাক্ষাতের রুমে ঢুকতে পারলে ছোট-বড়, কাছের-দূরের সবাই মন খুলে কথা বলতে পারত অনায়াসে। হুজুর সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এতে তিনি বিরক্তি বোধ করতেন না। হাসিমুখে কথা বলতেন। কেউ দুঃখজনক কোনো কিছু শোনালে সমবেদনা প্রকাশ করতেন। কোনো সমস্যার কথা বললে সমাধান দিতেন। বিভিন্ন পরামর্শ দিতেন।

বিনয় ও নম্রতা

হযরত খুব বিনয়ী ছিলেন। তাঁর আকাশচুম্বী গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি তাঁর বিনয়ে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। আমি নিজে বহুবার হুজুরকে (হুজুরের অনেক খাদেম থাকা সত্ত্বেও) নিজের লুঙ্গি ও গেঞ্জি ধুয়ে বারান্দায় শুকাতে দিতে

Scanned with CamScanner

দেখেছি। তিনি সাদাসিধে লেবাস পরিধান করতেন। একবার আমি তাঁকে মুফতীয়ে আযম, আল্লামা মুফতী আবদুস সালাম চাটগামী (দা. বা.)-এর জুতা সোজা করতে দেখেছি।। হুজুরকে বয়ানে অনেকবার একথা বলতে শুনেছি যে, আপনারা যদি প্রকৃত তালিবে ইল্‌ম হতে পারেন, তবে আমি আপনাদের জুতা সোজা করে দিব। সুবহানাল্লাহ!

একবার এক সফরে হুজুর আমাকে নিজের সিটে বসিয়ে খাইয়েছিলেন। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। হুজুর নিজেকে বড় ভাবতেন না। তিনি বলতেন, كِبَرُ الْكِبَرَاءِ مَوْتُ অর্থাৎ, আমাকে লোকেরা বড় ভাবে। প্রকৃতপক্ষে আমি বড় নই। বড়দের দুনিয়া থেকে প্রস্থান আমাকে বড় বানিয়ে দিয়েছে। বড় তো তাঁরা ছিলেন, যারা চলে গেছেন।

একবার ঈদুল আজহার কিছুদিন পূর্বে আমি হুজুরের সাথে দেখা করতে গিয়ে বললাম, হুজুর! আমার আব্বা– যিনি হুজুরের স্নেহধন্য শাগরিদ–হজে যাবেন। হুজুর আমাকে বললেন, আপনি বাড়ীতে চলে যান এবং তাঁর দোয়া নিন, অথচ কুরবানীর চামড়া না তুলে বাড়ীতে চলে যাওয়া ছিল তখন খুবই কঠিন। তারপর হুজুর বললেন, আমাকে তাঁর সাথে কথা বলিয়ে দিন, আমি সাথে সাথে ফোন ধরিয়ে দিলে হুজুর কুশল বিনিময় করে আব্বাকে বললেন, আপনি হজে গিয়ে আমার জন্য দোয়া করবেন।

হযরত উমর রা.-কেও উমরায় যাওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, হে আমার ভাই! তুমি তোমার দোয়ায় আমাকে ভুলো না। (বুখারী)

হুজুর এই হাদীসের উপর আমল করেছিলেন।

তাহাজ্জুদের অভ্যাস

*হযরত রহ. তাহাজ্জুদের নামাজের খুবই পাবন্দ ছিলেন। সফরেও এর ব্যতিক্রম হতো না। হুজুর ছাত্রদেরকেও এর প্রতি খুব গুরুত্বারোপ করতেন। বিশেষ করে তাঁর মুরিদ ও খাদেমদেরকে জোরালোভাবে এর নির্দেশ দিতেন। নিম্নে এ বিষয়ে দুটি ঘটনা উদ্ধৃত করছি। এর দ্বারা বোঝা যাবে যে, হযরত কতটা তাহাজ্জুদের প্রতি যত্নবান ছিলেন।

১. একবার আমি হযরতের সফরসঙ্গী ছিলাম। নিয়ত ছিল, হযরত ঘুমাবেন, আর আমি হযরতের হাত-পা টিপে দিব। কিন্তু গভীর রাতে কোনো এক সময় হঠাৎ আমার চোখে ঘুম চেপে বসে। পরক্ষণেই ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় হুজুরকে কেবিনে না দেখে আঁতকে উঠলাম, দ্রুত দরজা খুলে হুজুরের সন্ধানে বের হলাম। বের হতেই দেখি, হুজুর অযু করে আসছেন। অযুর পানি তাঁর শুভ্র দাড়ি মোবারক থেকে ঝরে পড়ছে। ট্রেনের তীব্রগতির কারণে হুজুর সোজা হয়ে হাঁটতে পারছেন না। কোনো

Scanned with CamScanner

মতে পাশের দেয়ালে ধরে ধীরে ধীরে কেবিনের দিকে এগোচ্ছেন। আমি বিনয়াবনত হয়ে আরজ করলাম, হুজুর! মাফ করে দিবেন। আমার অনিচ্ছায় হঠাৎ ঘুম চেপে বসেছিল। হুজুর বললেন, কোনো অসুবিধা নেই। তারপর চুপচাপ কেবিনে প্রবেশ করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবলাম, কেমন আখলাক হুজুরের। তিনি আমাকে জাগ্রত করলেন না, আমার কষ্ট হয়ে যাবে বলে, আবার নিজের কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সফরেও তাহাজ্জুদ ছাড়লেন না মাওলাকে খুশি করার তরে!

ভাবলাম, হয়তো এটিই হবে প্রধান রহস্য -হুজুরের এত জনপ্রিয়তার। আজ সবাই মাকবূল হতে চায়, জনপ্রিয় হতে চায়; কিন্ত আরামের ঘুম ত্যাগ করে মাওলায়ে কারীমের সন্তুষ্টি লাভের আশায় কিয়ামুল লাইল কয়জন করে? কিছু অর্জন করতে হলে তো কিছু বিসর্জন দিতেই হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিষয়টি বোঝা ও আমল করার তাওফীক দান করুন।

২.একবার হুজুরের এক খাদেমকে (যিনি আমাদের সাথী ছিলেন) দেখলাম, কান ধরে ওঠবস করছেন। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, আজ তিনি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েননি। এজন্য হুজুর তাকে এ শাস্তি দিচ্ছেন। হুজুর নাকি বলেছেন, তুমি আমার পাশে থাক, আমার খেদমত কর, অথচ তাহাজ্জুদ পড়নি!। তাহলে তুমি দেশে গিয়ে কী করবে? ওখানে গিয়ে কিছু করতে হলে তো শেষ রাতে নামাজ পড়ে কান্নাকাটি করে আল্লাহ্‌র দরবারে নিজেকে কবুল করাতে হবে। সুবহানাল্লাহ!

দায়িত্ব সচেতনতা

হুজুর অত্যন্ত দায়িত্ব সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। নিজে দর্‌স্‌দানের পূর্বে দীর্ঘক্ষণ মুতালা'আ করতেন। শয্যাশায়ী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হুজুর প্রায় দুই ঘণ্টা বুখারী পড়াতেন! কোথাও লম্বা সফরে যাওয়ার ইচ্ছে করলে সফরের পূর্বে দীর্ঘসময় পড়াতেন। আবার সফর থেকে ফেরার সাথে সাথে দরসে চলে আসতেন। তাঁর শায়খ, হযরত মাদানী রহ.-এর আমলও অনুরূপ ছিল। হয়তোবা শায়খ থেকেই হুজুর এই দীক্ষা লাভ করেছিলেন। হুজুর একবার আমাকে বলেছিলেন, আমি প্রথম প্রথম দিনে দরস দিয়ে ওয়াজে চলে যেতাম। আবার রাত্রে ফিরেই সকালে এমনভাবে দরস দিতাম, যে কেউ টেরই পেত না যে, আমি ওয়াজে গিয়েছিলাম!!।

হুজুর সকালে মুতালা'আ করতেন। কখনো ঘুমাতেন না। হুজুর বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا (سنن أبي داود و الترمذي)

Scanned with CamScanner

(হে আল্লাহ, আপনি আমার উম্মতের ভোরবেলা বরকতময় করুন) এজন্য আমি ৮০ বছর বয়সেও কখনো সকালে ঘুমাই না। আপনারা আমাকে চেক করে দেখতে পারেন। কখনো কখনো হুজুর বৃদ্ধ বয়সেও খাদেমের সাহায্যে সকালে উস্তাযদের রুমে রুমে গিয়েও দেখতেন, কেউ ঘুমাচ্ছেন কি না? হুজুর ছাত্রদেরকে পূর্ণ সময় দিতেন। উস্তাদগণও যেন সময় মতো দরসে যান, হক আদায় করে ভালোভাবে মুতালা'আ করে পাঠদান করেন-এর প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। এজন্য বিশাল আয়তনের হাটহাজারী মাদরাসায় বেল বাজার সাথে সাথে সকল উস্তাযকে দরসে চলে যেতে দেখতাম। হুজুর বলতেন-

"যেসব উস্তায, পুরো সময় দরস দেন না বা সময় দিলেও ভালো ভাবে কিতাব পড়ান না, তারাও ويل للمطففين -এর মেছদাক। মুতাফ্ফিফীন (মাপে কম দাতারা) মানুষকে মাপে কম দেয়; কিন্তু নিজেরা পুরো মূল্য উসূল করে। তেমনি সেসব উস্তায মাদরাসা থেকে পূর্ণ বেতন তো নেন, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে দায়িত্ব পালন করেন না। এটা আমার কথা নয়; মুফতী শফী রহ.- মাআরিফুল কুরআনে এমনটা লিখেছেন।"

হযরত রহ.-এর উক্ত আমল থেকে মাদরাসার আসাতিযায়েকেরাম ও দায়িত্বশীলগণের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত।

[আজকাল তো -আল্লাহ পানাহ- কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে কিছু লোকদের দেখা যায়, তারা নিয়মিত দরসে যান না, আর গেলেও ২০/২৫ মিনিট বা আরো কম সময় পড়িয়ে চলে যান। অথচ লম্বা নেসাবের কিতাবাদি পড়ান। কর্তৃপক্ষও তাদের কিছু বলেন না। কেউ কেউ তো দর্সদানের পূর্বে কোনো প্রস্তুতি নেন না। দরসের সময় তাড়াহুড়া করে দু'একটি শরাহ কোনো রকম এক নজর দেখেই দরসে চলে যান। জানি না, এত অল্প সময়ে তারা কী পড়ান, আর কীভাবেই বা তারা কিতাব শেষ করেন। তাদের বেতন কীভাবে জায়েয হচ্ছে? হযরতুল উস্তায আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী রহ.-কে দেখেছি, তিনি দরস দানের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মাদরাসায় আসতেন, শুধু তাই নয় , সারা বছর প্রচণ্ড গরম ও তীব্র শীত উপেক্ষা করে দরসের পূর্ণসময় পড়াতেন। আমাদের আকাবিরগণ 'হল্লে ইবারত, তাহকীকে দালায়িল ও মাসায়িল এবং তারতীবে বয়ান' এই তিন স্তরের মুতালা'আ করেই দরসে আসতেন। হুজুর আমাদের বলেছিলেন, "একেক সফরে বড় বড় অংকের হাদিয়া পাওয়া যায়; কিন্তু ছাত্রদের হক নষ্ট হবে ভেবে মাদরাসায় দরস চলাকলীন সময় আমি সফর করি না।" অথচ হুজুর বেতন গ্রহণ করতেন না!!!]

শাগরিদে মাদানী, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুল আলীম আল-হুসাইনী রহ. তাঁর শায়খ নাফহাতুল আরব প্রণেতা, শায়খুল আদব আল্লামা এযায আলী রহ.-এর এক শিক্ষণীয় ঘটনা অধমকে শোনিয়েছিলেন যে, একবার তিনি হযরত শায়খুল আদব রহ.-কে শীতের সময় ফযরের পূর্বে হেদায়া কিতাব

Scanned with CamScanner

হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুতালা'আ করতে দেখেন। তখন তিনি আর্শ্চান্বিত হয়ে শায়খুল আদব রহ.-কে এত কষ্ট করার কারণ জিজ্ঞেস করলে শায়খুল আদব রহ. বলেছিলেন,

"মৌলবী সাহেব, আমি ৩২ বছর যাবত হেদায়া পড়াই। অতএব কিতাব হল করার জন্য আমি মুতালা'আ করছি না; বরং এজন্য মুতালা'আ করছি যে, এ যুগের ছাত্রদের ইসতে'দাদ দুর্বল হয়ে গেছে; তাই তাদেরকে কীভাবে সহজ থেকে সহজতর উপায়ে কিতাব বোঝাব, কিতাব সামনে নিয়ে আমি বিষয়টি ফিকির করছি। আর এই সময় ঘুম আসে; তাই দাঁড়িয়ে মুতালা'আ করছি।"

সুবহানাল্লাহ! ছাত্রদের হক আদায় করার জন্য- ফনের ইমাম হওয়ার পরও আমাদের আকাবিরদের বৃদ্ধ বয়সেও কী কুরবানী!! এই শায়খুল আদব রহ.-এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি ছাত্রদের এক মিনিট সময়ও নষ্ট করতেন না। তাঁকে দেখে নাকি ঘড়ির সময় ঠিক করা যেত! এসব আকাবিরের কর্মপন্থা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্নেহ-মমতা ও মহানুভবতা

হুজুর সকলের প্রতি, বিশেষ করে ছাত্রদের প্রতি অনেক দয়াপরবশ ছিলেন। তাঁর স্নেহ-মমতা ছিল অকৃত্রিম। মাদরাসা বন্ধের দিন ছাত্ররা যখন বাড়ী চলে যেতো, তখন হুজুর নিজের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ গেইটের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। আমাদের সময় হুজুরের রুম শাহী গেইট বরাবর ছিল। একদিন ছাত্রদের বিদায়ের সময় হুজুর নিজের কষ্টের কথা অধমের কাছে ব্যক্তও করেছিলেন। হুজুর বলতেন, ছাত্ররা চলে গেলে আমার ভালো লাগে না। ছাত্রদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা হুজুর বিবেচনা করতেন, তাঁদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন। এ বিষয়ক কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

১. আমি হাটহাজারী মাদরাসায় আসার পর মেশকাত জামাতে ভর্তি হই। তখন মেশকাতে হুজুরের কোনো দরস ছিল না। তথাপি হুজুরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্ট করি। কয়েকবার সাক্ষাত লাভ করার পর ভাবলাম, এখন ওয়াজের মৌসুম। তাই কোনো এক সুযোগে হুজুরের খাদেম হিসেবে কোনো সফরে যেতে পারলে লম্বা সময় তাঁকে কাছে পাব। তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারব।

আমার বাড়ী সিলেট। সেই হিসেবে সিলেট কোনো সফর হলে আবেদন করলে হয়তোবা মঞ্জুর হতে পারে– এই ভেবে সিলেট সফরের অপেক্ষায় রইলাম। একদিন অপেক্ষার প্রহর শেষ হল। হুজুর ট্রেনের কেবিনে করে যাবেন সিলেটে।

Scanned with CamScanner

আমার কোনো সিট নেই কেবিনে। তবু টিকিট না হলেও স্টেশন পর্যন্ত না হয় সোহবত লাভ করব– এই নিয়তে হুজুরের গাড়ীতে উঠে যাই।

হুজুরের জন্য আমি নতুন, তবে হুজুরের প্রতি আমার আন্তরিক মহব্বত ও ভক্তি তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের দিকে গাড়ী এগোচ্ছিল, এদিকে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে মনে মনে দোয়া করছিলাম, হে আল্লাহ! আপনি হযরতের সান্নিধ্যে থাকার কোনো গায়েবী ইন্তেজাম করে দিন।

এদিকে হুজুরের এক ঘনিষ্ট খাদেম, আমি সাথে যাই- এটা তিনি চাচ্ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কী শান! গাড়ী থেকে নেমেই হুজুর হঠাৎ আমাকে বলে উঠলেন, একটা স্ট্যান্ডিং টিকিট হলেও পান কি না দেখেন। আমি দৌড় দিয়ে কাউন্টারে যাই। টিকিট চাওয়া মাত্র একটি শোভন চেয়ার পেয়ে গেলাম, যা কিনা যাত্রার সময় প্রায় অসম্ভব ছিল। হযরতের কাছে টিকিট নিয়ে গেলাম। হযরত বললেন, ওখানে যাওয়ার দরকার নাই। আমার কাছে কেবিনে থেকে যান।

অতঃপর হুজুর আমাকে পাশে বসান এবং সুস্বাদু বিরিয়ানির প্যাকেট বের করে খেতে দেন। আমার সাথে কমলা ছিল, বের করে হুজুরকে দিলাম। হুজুর খেয়ে বললেন, ছাতকের কমলা ছোট ছোট, তবে অনেক মিষ্টি হয়। আমি তৎক্ষণাৎ কেবিন থেকে বের হয়ে ছাতকের কমলা নিয়ে আসি। হুজুর আমার জয্বা দেখে কিছু বলেননি, খুশিই হলেন।

তারপর কিছু আলাপচারিতা শেষে আমি বললাম, "হুজুর, আমি নিচে নেমে যাই, আপনি এখানে শুয়ে আরাম করুন। আমি আপনার খেদমত করব"। হুজুর বললেন, না। এখানে বসুন। আমি বললাম, "হুজুর! আমার কাছে চাদর আছে, এটি বিছিয়ে দিলে নিচে আরাম করা যাবে"। তখন হুজুর নামার অনুমতি দেন।

হুজুরের এই স্মৃতি যখন মনে পড়ে, তখন ভাবি- ৮০ বছরের এক জগদ্বিখ্যাত আলেম, ১৮ বছরের এক সাধারণ ও নগণ্য নতুন তালিবুল ইল্মের সাথে আপনি বলে সম্বোধন, খাদেমের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার এমন মনোরঞ্জন– এর কোনো নজির পাওয়া যাবে কি?

২.আমাদের ইফতার বছর মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব (মুহাদ্দিস, মাদানীনগর মাদরাসা) ষোল বছর মাদানীনগর মাদরাসায় পাঠদান করার পর তাঁরই কাছে আবু দাউদ শরীফ পড়া ছাত্রদের সাথে হাটহাজারী মাদরাসায় ইফতা বিভাগে ভর্তি হন। তখন ইফতা বিভাগের আইন কানুন খুবই কঠোর ছিল। ইফতা কোর্স ছিল দুই বছরের। কারো জন্য এতে সামান্য পরিমাণও ছাড় ছিল না।

Scanned with CamScanner

হাবীবুর রহমান সাহেব একদিকে কর্মজীবন থেকে কুরবানী করে এসেছেন, অপরদিকে তাঁর দু'টি সংসার ছিল এবং উভয় সংসারে কয়েকজন করে সন্তানও ছিল। এজন্য তিনি এক বছরে ইফতা কোর্স সম্পন্ন করার জন্য হযরত রহ. এর বরাবর দরখাস্ত লিখেন। হযরত রহ. স্বানন্দে তা কবুল করে লিখেন,

بندہ کی طرف سے تو اجازت ہے، پھر بھی ہمارے مفتی اعظم مفتی عبد السلام صاحب سے مراجعت کی جائے۔

অর্থাৎ, এ বান্দার পক্ষ থেকে তো ইযাজত আছে। তথাপি আমাদের মুফতীয়ে আযম মুফতী আব্দুস্ সালাম সাহেবের শরণাপন্ন হোন।

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, হুজুর নিজে মাদরাসার মুহতামিম হওয়ার পরও ইজাযত দানের পাশাপাশি মুফতীয়ে আযম (দা. বা.)-এর ইজাযতের শর্তজুড়ে দিয়ে এক দিকে তিনি একজন খাঁটি তালিবে ইল্মের আবদারও রক্ষা করলেন, অন্যদিকে দারুল ইফতা কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারের বিষয়টিও বিবেচনায় নিলেন। হুজুর হাবীবুর রহমান সাহেবের ত্যাগ ও কুরবানীতে এতটা খুশী হয়েছিলেন যে, মসজিদে সকল ছাত্রদের সামনে তাঁর আলোচনা করেন। হুজুর তাঁকে থাকার জন্য সাধারণ নিয়মের খেলাফ স্বতন্ত্র রুমও দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, হুজুর মাদরাসার মুহতামিম হওয়ার পরও 'বান্দা' শব্দ লিখে নিজের বিনয়ের পরিচয় দেন। প্রসঙ্গত, মুফতীয়ে আযম (দা. বা.)-এর কাছে দরখাস্তটি নিয়ে গেলে তিনি হুজুরের লেখা مفتی اعظم শব্দ দেখে সাথে সাথে কান্না শুরু করে দেন এবং বলেন-

میں تو اس کا لائق نہیں ہوں۔ یہ تو حضرت مہتمم صاحب کا حسن ظن ہے

অর্থাৎ, আমি তো এই পদের উপযুক্ত নই। এ তো হযরত মুহতামিম সাহেবের সুধারণা বৈ কিছুই নয়!!

জ্ঞাতব্য:১. এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে মুফতীয়ে আযম আল্লামা মুফতী আহমদুল হক রহ. ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এ পদের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিত্ব, উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ, আল্লামা মুফতী আবদুস সালাম চাটগামী দা.বা.-কে হযরত রহ. 'মুফতীয়ে আযম' বলে ঘোষণা দেন। অনেকের ক্ষেত্রে আমরা পদ নিয়ে টানাটানি করতে দেখি। কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখলাম হযরতুল উস্তায মুফতীয়ে আযম আল্লামা মুফতী আবদুস সালাম চাটগামী (দা. বা.)-কে। হুজুর ত্রিশ বছরেরও অধিক সময় আল্লামা ইউসুফ বানূরী রহ.-এর প্রতিষ্ঠিত 'জামিয়াতুল উলূম আল-ইসলামিয়া বিনূরী টাউন করাচী'-তে মুফতী ছিলেন। হযরত আল্লামা বানূরী রহ.নিজে তাঁকে

Scanned with CamScanner

নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি সেখানকার দারুল ইফতার প্রধান ছিলেন। তাঁর বাংলাদেশ চলে আসার প্রায় বিশ বছর পার হলেও 'জামিয়াতুল উলূম আল-ইসলামিয়া' কর্তৃপক্ষ আজও তাঁর স্থলাভিষিক্ত কাউকে খুঁজে পায়নি।]

জ্ঞাতব্য:২.মুফতীয়ে আযম দা.বা. বাংলাদেশে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলে তখনকার পটিয়া মাদরাসার মুহতামিম আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. তাঁকে পটিয়া মাদরাসার প্রধান মুফতী হিসেবে পেতে করাচীতে তাঁর বাসায় গিয়েছিলেন। আমাদের হযরত রহ.ও এই সংবাদ পেয়ে কাল বিলম্ব না করে ছুটে যান হুজুরের বাসায়। (আরো বহু ব্যক্তি বড় অংকের বেতনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা বলে হুজুরকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তাব দেন।) কিন্তু পটিয়া মাদরাসার বড় অংকের বেতন, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও পটিয়া হুজুরের বাড়ীর কাছে হওয়া সত্ত্বেও হুজুর শুধু এজন্য হাটহাজারী চলে আসেন যে, এখানে হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী রহ.-এর দুইজন খলীফা (হযরতুল উস্তায, মুফতীয়ে আযম আল্লামা মুফতী আহমদুল হক রহ. ও হযরত আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.) তখন বিদ্যমান ছিলেন। হযরত মুফতীয়ে আযম দা.বা.-নিজে অধমকে ঘটনাটি শোনিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা হুজুরকে সিহ্হাত ও 'আফিয়াতের সাথে দীর্ঘদিন আমাদের মধ্যে জীবিত রাখুন। আমাদেরকে হুজুরের যথাযথ মূল্যায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন। বর্তমানে তিনি 'মুফতীয়ে আযম বাংলাদেশ' হওয়ার পাশাপাশি হাটহাজারী মাদরাসার ৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটির আহ্বায়কও।]

৩. সিলেটের জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুরের ফাযেল ও বর্তমান উস্তাযে হাদীস মাও.আবদুল কাদের সুরইঘাটি (হাফিযাহুল্লাহ) ইফতা পড়ার জন্য হাটহাজারী মাদরাসায় এসে অন্য কোথাও চলে গিয়ে পুনরায় হাটহাজারীতে আসেন। তখন ইফতার ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়ে ফলাফলও বের হয়ে যায়। কিন্তু ভর্তির কোটা পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় বহু যোগ্য ও পুরাতন ছাত্র ভর্তির সুযোগ না পেয়ে বড় বড় হুজুরের সুপারিশ আনতে ব্যস্ত ছিলেন। বিশেষ করে পুরাতন ছাত্ররা দারুল ইফতার উস্তাযগণের কাছে বেশ বিনীত হয়ে ভর্তির সুযোগের জন্য আবদার করতে থাকেন। কিন্তু কাউকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল না। মাও. আবদুল কাদের সাহেব তো পরীক্ষাতেই অংশ নেন নি। তাই তাকে ভর্তির সুযোগ দেওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না।

তখন কেউ তাকে ভর্তির সুপারিশ করতে এই অধমকে হযরত রহ.-এর কাছে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। আমি তাকে ভালো ছাত্র হিসেবে জানতাম। তাই ইলম অর্জনে সহায়তা করার জন্য আমি তাকে হযরতের কাছে নিয়ে যাই। সালাম-কালামের পর হুজুর আমার ও আমার আব্বা (তাঁরই স্নেহধন্য শাগরিদ,

Scanned with CamScanner

মুফতী জালালুদ্দীন সাহেব)-এর খবরা-খবর নেন। কুশল বিনিময় শেষ হলে আমি আরজ করলাম, হুজুর, ইনি আমাদের আযাদ দ্বীনি এদারা (সিলেট) বোর্ডে এ বছর দাওরা পরীক্ষায় ১ম হয়েছেন। তিনি খুব ভালো ছাত্র। এখানে ইফতা পড়ার জন্য এসেছেন; কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা তো হয়ে গেছে। যদি হুজুর তাঁকে ভর্তির কোনো সুযোগ করে দিতেন, তাহলে ভাল হত। হুজুর বললেন, কোনো দরখাস্ত এনেছেন? ভাগ্য ভালো ছিল, আবদুল কাদের সাহেবের হাতে তার স্বহস্তে লেখা সুন্দর ও বিশুদ্ধ আরবী দরখাস্ত ছিল। আমি সেটি হুজুরকে দিলাম। হুজুর দরখাস্ত পড়ে লিখে দিলেন– بندہ اس طالب علم کے داخلہ کی سفارش کرتا ہے

অর্থাৎ, বান্দা এই তালিবে ইলমের দাখেলার সুপারিশ করছি! দরখাস্ত নিয়ে মাওলানা সাহেব মুফতী জসীমুদ্দীন (হাফি.) -এর কাছে যান। তিনি হযরতের লেখা দেখে অবাক হয়ে যান। বললেন, তুমি দাখেলা পরীক্ষাই দাওনি, তোমাকে নিতে গেলে তো তোমার পরীক্ষা নিতে হবে। তুমি মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেবের কাছে যাও। তিনি মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব হুজুরের কাছে গেলে তিনিও অবাক হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত তাকে পরীক্ষা নিয়ে ভর্তি করা হয়।

৪. একবার কাঁঠালের মৌসুমে শক্ত কোষের কাঁঠাল খাওয়ার জন্য আমি পর পর কয়েকটি কাঁঠাল কিনি। কিন্তু সবগুলো কাঁঠাল নরম কোষের বের হয়। একদিন নতুন ও ফাঁকা ফাঁকা দানা দেখে একটি কাঁঠাল কিনলে তাও নরম বের হয়। আমার এক সাথী এ নিয়ে কিছু রসিকতা করেন। পরদিন সকালে হুজুরের খেদমতে গেলাম। সালামের উত্তরের পর হুজুর কোনো কথা না বলে খাদেমকে ডাক দিয়ে বললেন, "শাকেররে খাট্‌টল দো," (শাকিরকে কাঁঠাল দাও)। খাদেম একেবারে টাটকা, শক্ত; তবে মিষ্টি ও অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত এবং সুস্বাদু কাঠাল পেশ করলেন। আমি খেতে শুরু করলাম। হুজুর আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি হাত উঠানোর জন্য হুজুরের দৃষ্টি ফেরানোর অপেক্ষায় রইলাম। হঠাৎ হুজুর অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতেই হাত মুছে কিছুটা পিছনে সরে বসলাম।

কিন্তু হুজুর তো নাছোড় বান্দা। তাই একটু পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নো অয়, আরো খও' আরো খাওন ফরিবো"। অর্থাৎ, হয়নি, আরো খাও, আরো খেতে হবে। তখন আমার, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর দুধ পানের ঘটনা স্মরণ হয়ে যায়। তাই আমি বাধ্য হয়ে আরো খাই। শেষ পর্যন্ত বললাম, হুজুর! আর খেতে পারছি না। হুজুরের এমন স্নেহ ও মমতা ভোলার মতো নয়। অতি নগণ্য এক শাগরিদের জন্যও যদি তাঁর এতটা স্নেহ-মমতা থাকে, তাহলে অন্যদের জন্য কী পরিমাণ স্নেহ-মমতা ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

Scanned with CamScanner

ইলমের পিপাসা

হুজুর বৃদ্ধ অবস্থায়ও অনেক মুতালা'আ করতেন, বিষয়ভিত্তিক রেসালা মনোযোগ সহকারে পড়তেন। হযরতের কামরায় অজস্র রেসালা বিদ্যমান ছিল। আমি যখন হযরতের নির্দেশে ইফতা বিভাগে ভর্তি হই, তখন হুজুর বললেন, আমার উস্তায শায়খুল আদব মাওলানা এ'যায আলী রহ. বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ফুকাহায়ে কেরামের উপর অনাগত মাসআলা-মাসায়িলের ইলহাম করেছিলেন, তারা অনেক ফর্‌যী মাসায়িল (যেগুলোর অস্তিত্ব তখন ছিল না) কিতাবাদিতে লিখে গেছেন, কিন্তু আমাদের অনেক মুফতী হযরাত সেসব জুযইয়্যাত ভালোভাবে অনুসন্ধান না করে কুল্লিয়্যাতের আলোকেই ফতোয়া দিয়ে দেন। অতএব আপনি জুযইয়্যাত মুতালা'আ করবেন, ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে অনেক জুযইয়্যাত রয়েছে।

একবার হুজুর আমাকে বললেন, এই যে ফিকহে হানাফীতে নামাজের ফিদয়ার কথা বলা হয়েছে, হাদীস বা আছারে সাহাবা দ্বারা কি এর সুবূত আছে? আমাকে এর দলিল খুঁজে দিন। আমি যথাসাধ্য তাহকীক করে ফতোয়া আকারে এর তাফসীলী জবাব লিখে মুফতীয়ে আযম দা.বা.-এর সত্যায়ন নিয়ে হুজুরকে দেখাই। হুজুর তা দেখে অত্যন্ত খুশি হন। এতে আমি আশ্চর্য হলাম যে, এই বয়সেও হুজুরের ইল্‌মের প্রতি এত আগ্রহ। তখন আমার منهومان لا يشبعان منهوم فى العلم ..... হাদীসটি স্মরণ হয়।

আতিথেয়তা

হুজুর অত্যন্ত মেহমাননাওয়াজ (অতিথিপরায়ন) ছিলেন। এ ব্যাপারে বহু ঘটনা আমার স্মৃতিতে ভাসছে। উদাহরণত কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ করছি।

১. ফারেগ হওয়ার পর একবার আমি হযরতের সাক্ষাতে যাই। হযরত রহ. বললেন, যত বেলা মাদরাসায় অবস্থান করবেন আমার সাথে খানা খাবেন। সকালে হুজুরের সাথে খাওয়ার পর দুপুরের পূর্বে আমার প্রাণপ্রিয় হযরতুল উস্তায, ফকীহুদ্দীন[৩] আল্লামা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব (দা. বা.)-এর সাথে

৩.এটি অধমের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন হলেও হযরত রহ.ও তাঁকে ফকীহ কিফায়াতুল্লাহ বলতেন। তিনি উস্তাযগণের মধ্যে তাঁকে বিশেষ নজরে দেখতেন। ফতোয়া বিরোধী রায় বাতিলের প্রেক্ষাপটে হুজুর বেফাকের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে তাঁকেই পাঠিয়ে ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারকগণ ও উপস্থিত আইনজীবীগণকে হুজুর ফতোয়ার হাকীকত ও প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে পেরেছিলেন। হুজুরের বিরল তাফাক্কুহ ফিদ্দীন, আহকামে শরইয়্যার ভিত্তি ও সেগুলোর

Scanned with CamScanner

মোলাকাত হল। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর হুজুর বললেন, "তোমার সাথে আমার এক বেলা খাওয়ার ইচ্ছা ছিল" (দাওয়াত দেওয়ার এই ভাষা হুজুরের স্নেহ- মমতা ও বিনয়ের প্রমাণ)। আমি হুজুরের দাওয়াতের কথা জানালাম। কিন্তু পরক্ষণে দাওয়াত কবুল করা, বরকত লাভ ও হুজুরের স্নেহের মূল্যায়ন করার প্রয়োজন মনে করে আরজ করলাম, হুজুর, সমস্যা নেই, আমি মুহতামিম সাহেব হুজুরের খাদেমকে বলে দিব। হুজুর বললেন, হযরত আবার নারাজ হবেন না তো? আমি বললাম, জী না!। অতঃপর আমি হযরত রহ.-এর খাদেমকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলে আসলাম এবং মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব হুজুরের সাথে দুপুরের খানায় শরীক হলাম। সে ছিল আরেক 'শফকত'-এর কাহিনী।

যাই হোক, আছরের পর পুনরায় হযরত রহ.-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন হুজুর প্রথমেই যে কথা বললেন, তা আজও আমার কানে বাঝে, হুজুর বললেন, "কিরে ওয়া! খডে গেলে গই, আই অফেক্ষা গজ্জি; ভাত, ছালন ঠাণ্ডা অইয়ি।" অর্থাৎ, কিরে, তুমি কোথায় চলে গেলে? আমি তোমার অপেক্ষা করেছি। ভাত-তরকারি ঠাণ্ডা হয়েছে। (হুজুর 'আপনি'/ 'আপনার' শব্দের পাশাপাশি) অত্যধিক 'শফকত'-প্রকাশ করার জন্য অনেক সময় তুমি, তুমার শব্দও ব্যবহার করতেন।) আমি তো লজ্জায় পানি! বললাম, হুজুর! আমি তো আপনার খাদেমকে বলে গেছি। হুজুর বললেন, "আ-রে তো খোনো একে কিচ্ছু নো খয়"। অর্থাৎ, আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি। হুজুরের একজন খাদেম আমাকে বললেন, হুজুর একেবারে আছর পর্যন্ত ফ্লোরে খাবার রেখে আপনার অপেক্ষা করেছেন। একথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, হুজুরের কাছে প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে বহু বড় বড় মেহমান আসেন, এঁদের ফাঁকে আমার মতো এক নগণ্য ছাত্রের কথাও হুজুর এভাবে মনে রাখলেন। আহ! কী আতিথেয়তা! কী স্নেহ-মমতা! আজ হুজুরকে হারিয়ে তাঁর সেসব স্মৃতি মনে পড়ছে। আল্লাহ তা'আলা হুজুরকে তাঁর শফকত, স্নেহ ও আতিথেয়তার উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাঁর শায়খ, হযরত মাদানী রহ.-এর আতিথেয়তার কথাও শুনেছি এবং কিতাবে পড়েছি। আর হযরত রহ.-এর মধ্যে তা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেছি। (মাদানী রহ.-এর সাহেবযাদা, হযরতুল উস্তায, আল্লামা সায়্যিদ আরশাদ মাদানী (দা. বা.)-কেও এমন মেহমানদারী করতে দেখেছি।)

মাসালেহের ব্যাপারে তাঁর বিস্তর জ্ঞান এবং ব্যক্তি জীবনে সেগুলোর প্রতি তাঁর যত্ন ইত্যাদি বিষয় দীর্ঘ দিন প্রত্যক্ষ করায় ক্ষণজন্মা এই মহান ব্যক্তিকে অধম এই নামে উল্লেখ করেছে।

Scanned with CamScanner

২. আমি একবার সকাল বেলা হুজুরের সোহবতে ছিলাম। তখন আমি হাটহাজারীর ছাত্র। অন্য কোথাও খাওয়া-দাওয়া করার বেলায় আমার খুবই সংকোচ বোধ হত। এছাড়া অধমের প্রতি হুজুরের বিশেষ নেক নজর ও মহব্বত কারো কারো মাথা ব্যথার কারণ ছিল। তাই কিছুক্ষণ পর নাস্তার সময় হলে মেহমানদের জন্য নাস্তার আয়োজন আঁচ করতে পেরে মেহমানদেরকে রেখে কৌশলে সরে পড়ি। হুজুর আমার অনুপস্থিতি টের পেয়ে তাঁর খাদেম শফী ভাইয়ের মাধ্যমে আমাকে ডাকলেন। আমি লজ্জিত হয়ে আসলাম। আর বললাম, হুজুর! আমি তো নাস্তা করেছি। হুজুর বললেন, এখানে খাও। তো একটি তন্দুর রুটি নিলাম, আর ডাল-ভাজি নিলাম। হুজুর বললেন, পরোটাও নিতে। আরেকটা তরকারী (সম্ভবত মুরগীর গোস্ত ভোনা)ও নিতে। আদেশ পালন করলাম। তারপর হাত গুটিয়ে নিলাম। খাশির পায়া খাওয়ার বাকী ছিলো, হুজুর আরেকটি রুটি দিয়ে সেটিও খেতে বললেন। বাধ্য হয়ে সেটিও খেলাম। অতঃপর চা পান করার পালা। হুজুরের সামনে চা পান করার মতো দুঃসাহস আমার ছিল না। আবার আমি দুধ-চা পান করি না। কিন্তু হুজুর নির্দেশ দিলেন, চা পান করতে। সুতরাং তা-ই করলাম। অতঃপর মেহমানগণ পান খেলেন। হুজুর তো পান পছন্দ করেন না, তবু বললেন, খাবে? বললাম, জী না!। হুজুর কিছু বললেন না। খুশি হলাম যে, বেয়াদবী (যদিও ইমতেছালান সেটিও আদব) থেকে রেহাই পেলাম। আমি সে দিন যারপর নাই আর্শ্চান্বিত হই যে, মেহমানদের বিরাট এক কাফেলার মাঝ থেকে হুজুর সাধারণ এক ছাত্রের অনুপস্থিতি কীভাবে আঁচ করলেন, আবার এত মানুষের ভিড়ে ছাত্রটি কোন্‌টা খেল, আর কোনটা খেল না, তাও পর্যবেক্ষণ করলেন। হুজুর এ অধমকে কী জন্য এত মহব্বত করতেন? তার কারণ অধম আজও খুঁজে পাইনি। হুজুরের এমন মহব্বতের কথা স্মরণ করেই অধম, আম্মার অসুস্থর কারণে ঢাকা থেকে সিলেট যওয়ার পথে হযরতের ইন্তেকালের খবর পেলে বাড়ীতে না গিয়ে সিলেট নেমে আম্মার নির্দেশক্রমে (সাত ঘণ্টার সফরের পর পুনরায় দশ ঘণ্টা সফর করে) প্রাইভেট গাড়ীতে করে হাটহাজারীতে যাই।

৩. ইন্ডিয়া থেকে চিকিৎসা নিয়ে ফেরার পর আমি স্বপরিবারে হুজুরকে দেখতে যাই। দীর্ঘদিন জটিল রোগে ভোগার কারণে হুজুর তখন কোনোমতে কথা বলতে পারতেন। আমি মাগরিবের সময় হাটহাজারী উপস্থিত হই। মাগরিবের পর মজলিসে ইলমী ছিল। আর এশার পর হুজুর কথা বলা পছন্দ করেন না। খাওয়া- দাওয়া শেষ করেই হুজুর ঘুমিয়ে পড়েন। এজন্য হুজুরকে কষ্ট দেওয়া

Scanned with CamScanner

মুনাসেব মনে করিনি। পরদিন সকালে হুজুরের সাথে দেখা করি। হুজুর আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। বললেন, এতদিন পর!! *(অসুস্থ হওয়ার পূর্বে স্বপ্নযোগেও আমার সাক্ষাত না করার ব্যাপারে হুজুর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।)* তারপর হুজুর দাঁড়াতে না পেরে বসে বসে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। অতঃপর বললেন, কখন এসেছেন? বললাম, কালকে। তা শুনে হুজুর হতবাক হয়ে আশ্চর্যের স্বরে বললেন কালকে------!!। আমি হুজুরের ব্যস্ততার কথা বললাম। অতঃপর হুজুর তাঁর অত্যন্ত আস্থাভাজন খাদেম মাওলানা আনহার (বিন মাও. মুশতাক খান দা.বা.) ভাইকে বললেন, এদের খাওয়া-দাওয়ার কী ব্যবস্থা করেছ? খাদেম উত্তর দেওয়ার পূর্বেই আমি বললাম, হুজুর, ইনি খুব মেহমানদারী করেছেন। হুজুর খুব জোর দিয়ে বললেন, আচ্ছা! তবে এখানে এক্ষুণি সকালের খাবারের ব্যবস্থা করি। আমি হুজুরের অসুস্থতার দিক বিবেচনা করে এবং সঙ্গে আমার স্ত্রী ও দু'টি সন্তান (আমাতুল্লাহিন নাজিয়া ও কিফায়াতুল্লাহ আল-হাদী) থাকায় বললাম, হুজুর, মেহমানখানায় তো খাবারের ব্যবস্থা আছে। তখন হুজুর আমার বাচ্চাদেরকে কিছু ফল খেতে দিলেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিলেন। [এটা আমার জীবনের অনেক বড় প্রাপ্তি। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে আশাবাদী যে, এই সোহবতের বরকতে তিনি আমার সন্তানদেরকে মুহাক্কিক আলিমে রাব্বানী, ফকীহ ও দ্বীনের ধারক-বাহক বানিয়ে দিবেন।] সর্বশেষে আনহার ভাইকে আবারও খুব জোর দিয়ে বললেন, ওখানে তাদের মেহমানদারী কর। এই সাক্ষাতে হুজুর আমার কয়েকটি কিতাব দেখেন এবং খুশি হয়ে দোয়া ও বাণী প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা হুজুরকে তাঁর শান অনুযায়ী জাযায়ে খায়ের দান করুন। আনহার ভাইকেও আল্লাহ তা'আলা জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি সফরে-হযরে হযরত রহ.-এর বেশ খেদমত করেছেন, আমাদের উক্ত সাক্ষাতে তিনি আমাদের বেশ সহযোগিতা ও মেহমানদারী করেছেন। তাঁর এই অনুগ্রহ ও অবদান আজীবন স্মৃতি হয়ে থাকবে।

ক্ষমা প্রার্থনা

হুজুর বছরের শেষ বয়ানে ছাত্রদের কাছে খুব বিনয়ের সাথে মাফ চেয়ে বলতেন, ভাইয়েরা! আমি আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনাদের মঙ্গলের জন্য অনেক সময় আমি আপনাদের সাথে রাগ করেছি, কোনো শক্ত কথা বলেছি। হয়তো কাউকে প্রহারও করেছি। এক্ষেত্রে আমার ভুলও হতে

Scanned with CamScanner

পারে। সে জন্য ভাইয়েরা! আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন! আমি আপনাদের জন্য সেই দোয়াই করছি, যা রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরামের জন্য করেছিলেন–

اَللهم إنما أنا بَشَرٌ فأيُّما رجلٍ سَبَبْتُه أو لعنتُه أو جلَدْتُه فاجعله له زكاةً ورَحمةً.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি তো একজন মানুষ। সুতরাং আমি কোনো মুসলমানকে গাল-মন্দ করলে কিংবা তাকে অভিশাপ করলে অথবা আঘাত করলে আপনি তার জন্য তা পবিত্রতা ও রহমত অর্জনের উপায় বানিয়ে দিন। (সহীহ মুসলিম)
হুজুরের এসব কথা শুনে আমরা যার পর নাই প্রভাবান্বিত হতাম।

আযীমতের উপর আমল

হুজুর ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলাকে এশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফতিয়ানে কেরামের ফতোয়া অনুযায়ী নাজায়েয মনে করতেন। জরুরতবশত তো সবাই জায়েয বলেন। আজকাল তো কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবেও জরুরত দেখা দিয়েছে। আমাদের সময় একবার জুনিয়র কিছু শিক্ষক-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে তাঁরা হুজুরকে ছাত্রদের জন্য ছবি বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ দেন। তখন হুজুর বললেন, আপনারা বললে হবে না। মুফতী নূর আহমদ সাহেব (মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ.-এর হাতে গড়া শাগরিদ) ও মুফতী আবদুস্ সালাম সাহেব যদি এটাকে জরুরী মনে করেন, তবেই আমি অনুমতি দেব। হযরতের অনুমান ছিল যে, তাঁরা ছবির পক্ষে রায় দিবেন না। পরে দেখা গেল, ঠিকই তাঁরা এর পক্ষে রায় দেননি। মুফতী আবদুস্ সালাম সাহেব শুধু এটুকু বললেন, আইডি কার্ডের ফটোকপির ইজাযত দেওয়া যেতে পারে। সুবহানাল্লাহ! এ ছিল আমাদের আকাবিরদের ছবির বিষয়ে অবস্থান।
অথচ তাঁদের অনুসরণের দাবিদার অনেক আলেম–উলামাও এখন এটিকে মামুলি বিষয় মনে করেন। প্রয়োজন ছাড়াই শুধুমাত্র শখের বশে অহরহ ছবি উঠানো হয়। এটাকে কোনো গুনাহই মনে করা হয় না। অথচ মাদরাসার শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বৃহৎ স্বার্থেও হযরত রহ. ছবির অনুমতি দেননি। (এটি ১৬/১৭ বছর আগের কথা। পরবর্তীতে বাস্তবেই এর তীব্র জরুরত দেখা দেওয়ায় ভর্তির জন্য ছবি আবশ্যক করা হয়।)

উম্মতের প্রতি দরদ

আমি হুজুরের মধ্যে উম্মতের খুবই দরদ প্রত্যক্ষ করেছি। হুজুর পত্রিকা পড়া পছন্দ করতেন না। তবে কোনো কোনো সময় উম্মাহর কোনো মসিবত, বিশ্ব মুসলিমের নির্যাতন-নিপীড়ন, নাস্তিক-মুরতাদদের কোনো আস্ফালনের খবর

Scanned with CamScanner

থাকলে তখন তা পড়তেন। অনেক সময় হুজুরের কাছে মাসিক মুঈনুল ইসলামের সহকারী সম্পাদককে ইসলাম ও মুসলমানদের বিভিন্ন খবর শোনাতে দেখতাম। সেসময় অনেক সংবাদ শুনে হুজুর খুবই আক্ষেপ করতেন। হুজুরকে তখন খুবই উদ্বিগ্ন দেখতাম। হুজুর বিশ্ব-মসুলিমের জন্য দোয়াও করতেন। একবার আমি উত্তরবঙ্গে খ্রিস্টান মিশনারীদের তৎপরাতারোধে সেসব এলাকায় ইসলামী শিক্ষার প্রসার করা ও গরীব-দুঃস্থদের সহায়তার জন্য ভবিষ্যতে একটি ফাউণ্ডেশন গঠনের ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত করে চলে আসি। হুজুরের খাদেমের রুমের সামনে চলে আসার পর হুজুর আমাকে ডেকে পাঠান, বললেন, আপনি যা করার নিয়ত করেছেন, এটি মহৎ উদ্যোগ। আপনি ফিকির করুন, চেষ্টা করুন। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য! আজও আমার পক্ষে এর বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে আমি পাঠকগণের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।

* বাংলাদেশে অমুসলিমদের দাওয়াতের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর আমি বিষয়টি হুজুরকে অবগত করি। হাটহাজারী থেকে ছাত্রদেরকে তাশকীল করে খাগড়াছড়িতে দাওয়াতী সফরে নিয়ে যাই। লালমনিরহাটের বিশিষ্ট দা'য়ী মাওলানা হুসাইন সাহেবকে হুজুরের সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেই। তিনি খ্রিস্টানদের কিছু অপতৎপরতার কারগুজারী পেশ করলে হুজুর অত্যন্ত আফসোস করেন এবং ব্যথিত হন।

*হুজুর টুকটাক ইংরেজী জানতেন। হুজুর দাওয়াতের প্রয়োজনে ভালোভাবে ইংরেজী ভাষা শিখার গুরুত্ব অনুভব করতেন। একবার হুজুর বলেছিলেন, আমার পক্ষে যদি এখন ইংরেজী শেখা সম্ভব হত, আর এ জন্য অক্সফোর্ডেও যেতে হত, তবু আমি সেখানে গিয়ে ইংরেজী শিখতাম!!

দেশপ্রেম

হুজুর অত্যন্ত দেশপ্রেমিক ছিলেন। দেশের সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোনো পদক্ষেপ হুজুর মেনে নিতে পারতেন না। দেশে কোনো অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হলে, হরতাল-অবরোধ হলে বা জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলে হুজুরকে উদ্বিগ্ন দেখা যেত। হুজুর সব সময় দোয়ায় বলতেন, আল্লাহ, দেশের অবস্থা ভাল কর। জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দাও। এমন দেশপ্রেমিক ব্যক্তির জন্য দেশের জনগণ নিবেদিতপ্রাণ হবে না, তবে আর কার জন্য হবে?

Scanned with CamScanner

ইসলামবিরোধীদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সচেতনতা

হুজুর ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনদের পক্ষ থেকে কোথায় কীভাবে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, সে বিষয়ে ওয়াকিফহাল ছিলেন। একবার আমি বিশেষ এক বিষয়ে মাশওয়ারা করার জন্য একান্তে হুজুরের সাথে মিলিত হই। তখন হুজুর আমাকে বললেন, আমার ড্রয়ারটা টান দিয়ে ভেতরে একট চিঠি পাবেন, সেটি বের করুন। আমি ভয়ে ভয়ে সেটি বের করে আনি। হুজুর বললেন, এটি খুলে পড়ুন। আমি পড়ে দেখলাম, দেশের বাইরের এক পশ্চিমা চক্র আমাদের দেশে সমকামিতার বৈধতার ব্যাপারে গভীর ষড়যন্ত্রের নীল নকশা তৈরী করছে। হুজুরকে তখন খুব বিষণ্ন দেখছিলাম।

প্রেরণা যোগানো

হুজুর তাঁর কাছের লোকদেরকে যার মাঝে যে যোগ্যতা রয়েছে বলে মনে করতেন, তাকে তার যোগ্যতা কাজে লাগানোর পরামর্শ দিতেন, উৎসাহ দিতেন। অধম অত্যন্ত অলস প্রকৃতির ছিলাম। এখনও অলসই রয়ে গেছি। হুজুর অধমকে বহুবার লেখালেখির জন্য অনুপ্রাণিত করেন। লেখার মতো হাত নাড়িয়ে লেখালেখির নির্দেশ দেন।

'নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮'-এর খসড়া প্রকাশিত হলে হুজুর অধমকে বললেন, এটি মুতালা'আ করে এর যে সব ধারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী, সেগুলো চিহ্নত করুন। আমি আরজ করলাম, মুফতী মিযান সাহেব তো এ কাজ করে ফেলেছেন।

*মদীনার এক বড় আলেম, শায়খ হাসান মূসা ক্যামেরুনী (হাফি.) হাটহাজারী মাদরাসা সফরকালে আমাদের দেশের মহিলাদের নামাজকে সুন্নাহ বিবর্জিত আখ্যা দিলে হুজুরের পরামর্শক্রমে অধম এর বিস্তারিত জবাব লেখি। অতঃপর দারুল ইফতার মুফতিয়ানে কেরামের পাশাপাশি হুজুরও أصاب فيما أجاب وحقق حق التحقيق লিখে দস্তখত করে এর সত্যায়ন করেন। পরবর্তীতে এটি মদীনার শায়খের কাছে পাঠালে শায়খ অত্যন্ত খুশি হয়ে হযরতুল উস্তায আল্লামা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব দা.বা.-এর কাছে ফোনে নিজের ভুলের কথা স্বীকার করে আমাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীতে অধমের সাথে সাক্ষাতও করেন।

Scanned with CamScanner

মুতাআল্লিকীনের খোঁজ-খবর রাখা

হুজুরের শাগরিদ ও মুতাআল্লিকীনের সংখ্যা লক্ষাধিক। তথাপি সময়-সুযোগে হুজুর তাদের খোঁজ-খবর নিতেন। অধমের সাথে অনেক সময় সিলেটের মাওলানা শিহাবুদ্দীন সাহেব রহ. (রেঙ্গার মুহাদ্দিস সাহেব), মাওলানা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী রহ. ও অধমের আব্বার ব্যাপারে আলোচনা করতেন।

* একবার বন্ধুবর মুফতী যুবায়ের আহমদ সাহেব (দা. বা.)- যিনি অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করেন- তাঁর রচিত 'হিন্দুভাইদের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি' নামক বইয়ের অভিমত আনতে হযরতের কাছে যান। তাঁর সাথে অধম, হযরত রহ. বরাবর একটি চিঠিও পাঠাই, যাতে যুবায়ের ভাইয়ের পরিচয় তুলে ধরি এবং তাঁর প্রতি অধমের আস্থার কথা লিখি। সেই সাথে তাঁর পীড়াপীড়িতে হুজুরের পক্ষ থেকে একটি বাণীও লিখে দেই। (কারণ, সময় স্বল্পতার কারণে উপস্থিত সময় হুজুর কিছু লেখবেন না।) যুবায়ের ভাই হুজুরের খেদমতে গেলে দেখা-সাক্ষাতের পর খাদেম সকল মেহমানদের চলে যেতে বলেন। যুবায়ের ভাই বইয়ের অভিমতের কথা বললে তিনি বললেন, আপনি বই রেখে যান, ১৫ দিন পর আসবেন। পছন্দ হলে হুজুর অভিমত দিবেন। ওই সময় হুজুর উঠে অন্যত্র চলে যেতে লাগলেন। তখন যুবায়ের ভাই আমার চিঠিটা পেশ করলে আমার কথা শুনে হুজুর বসলেন এবং আমার বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিলেন, কোন্ কোন্ কিতাব পড়াচ্ছি তাও জানতে চাইলেন। তারপর হুজুর বললেন, আচ্ছা, আপনি কোন্ কিতাব লিখেছেন, দেখি। যুবায়ের ভাই সেটি পেশ করলেন। হুজুর বইটি খুলে দেখেন। তবে অন্য ব্যস্ততা থাকায় না পড়েই অভিমত লেখা কাগজ দেখে বললেন, এই অভিমতটা কি মাও. শাকের আমার পক্ষ থেকে লিখে দিয়েছে? তিনি বললেন, জি! তিনি লিখে দিয়েছেন। একথা বলতেই হুজুর আমার লেখার নীচে দস্তখত করে দেন। সুবহানাল্লাহ! যুবায়ের ভাই এসব দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে তৎক্ষণাৎ আমাকে ফোন করেন।

* একবার আমি অধম হুজুরের সাথে এ'তেকাফের নিয়তে হাটহাজারী যাই। এতেকাফে প্রবেশের পূর্বে বড়দের সম্মানার্থে আমি হুজুরের সাথে দেখা করিনি। কিন্তু এতেকাফে প্রবেশ করার পর শুনলাম, হুজুর এবার অসুস্থতার কারণে এ'তেকাফ করবেন না। শুধু বয়ান করবেন। এতে আমি ভেঙ্গে পড়ি। কারণ, এ'তেকাফে থাকা দেশের অসংখ্য বড় বড় আলেমদের ভিড়ে বয়ানের পরও তার সাথে দেখা করার সুযোগ হবে না। একদিন বয়ানের পর হঠাৎ হুজুর বললেন, *মাওলানা শাকের সিলেটী এখানে আছে?* অধম সাথে সাথে ছুটে যায় হুজুরের কাছে। সালাম ও মুসাফাহার পর হাত ধরে রেখে প্রায় পাঁচ মিনিট অধমের খুঁজ খবর নেন। বসে বসে মুআনাকাও করেন!!

Scanned with CamScanner

সাহাবায়ে কেরামের আজমত

একবার বছরের শেষে এক ছাত্র আবু হুরায়রা রা.-এর নামের সাথে রাযিয়াল্লাহু আনহু না পড়ার কারণে রেগে গিয়ে বললেন, তুমি কি মওদূদী, তোমার চুল দেখি! তারপর তাকে উঠিয়ে দিয়ে অধমকে ডেকে ইবারত পড়তে বললেন। হুজুর তাঁর বয়ানেও সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করতেন। আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম ও আসলাফের দোষচর্চার কারণে হুজুর মওদূদীর খুব সমালোচনা করতেন। হুজুর মওদূদী রচিত 'খেলাফত ও মুলূকিয়াত'-এর জবাবে একটি বইও লিখেছেন।

এখতেলাফ নিরসন

সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে একসময় ঢাকায় হযরত থানবী রহ. ও হযরত মাদানী রহ.-এর সিলসিলার কিছু লোকদের মাঝে এখতেলাফ পরিলক্ষিত হয়। হযরত রহ. এটাকে খুব খারাপ চোখে দেখলেন। হযরত রহ. اتحاد مع الاختلاف -এর প্রবক্তা ছিলেন। বিভিন্ন বয়ানে হুজুর উক্ত দুই বুজুর্গের মাঝে যে পারস্পরিক ভক্তি ও ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, তা বয়ান করতেন। যেমনঃ হযরত মাদানী রহ.-কর্তৃক থানবী রহ-এর জুতা সোজা করে দেওয়া এবং থানবী রহ. সেই জুতাটি মাথায় নিয়ে নেওয়া ও সেটি কোনোদিন পায়ে দিবেন না বলে ঘোষণা দেওয়া– এই ঘটনাটি খুব জযবার সাথে বিস্তারিত বয়ান করতেন। একবার ঢাকা থেকে হযরত থানবী রহ.-এর সিলসিলার এক বড় আলেম হাটহাজারী আসলে হুজুর তাঁকে খেলাফত দান করলেন। এর কিছুদিন পর আমি হযরতের সাথে দেখা করতে গেলে হুজুর আমাকে আনন্দচিত্তে বললেন, আমি মাওলানা....কে খেলাফত দিয়ে ঢাকায় মাদানিয়্যত আর থানাবিয়্যতের এখতেলাফ খতম করে দিয়েছি।

সরলতা

হুজুর সহজ সরল প্রকৃতির ছিলেন বটে। তাঁর চাল-চলন ও কথা-বার্তায় সরলতা ফুটে উঠত। তবে হুজুর অতি সরল ছিলেন না। একবার আমি অধম আরজ করলাম, হুজুর, প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে নারী উন্নয়ন নীতিমালার অসারতা, ইসলামী অনুশাসন মানা ও ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয়তা ও কিছু বাস্তবতা তুলে ধরলে ভালো হত। তখন হুজুর বললেন, দু'একবার তো দেখা করেছি, কাজ কতটুকু হল? আবার দেখা করলে কাজ কতটুকু হবে– জানি না, তবে সমালোচনা তো অনেক হবে!

Scanned with CamScanner

❁ একবার হুজুর বললেন, আমার সামনে অনেকে এসে জী হুজুর, জী হুজুর, বলে; কিন্তু বের হয়ে গেলে তারা কোনো কথা শুনে না।

❁ একবার এক আলেম (সম্ভবত হুজুরের ছাত্র) হুজুরের সাথে কথা বলার সময় এমনভাবে পান খাচ্ছিলেন যে, মনে হচ্ছিল পিক পড়ে যাবে। আমার বিষয়টা খুব খারাপ লাগে। তিনি চলে গেলে হুজুর আমাকে বললেন, আমাদের আকাবিররা তাঁদের উস্তাযগণের সামনে পান খেতেন না। মুফতীয়ে আযম মুফতী কেফায়াতুল্লাহ রহ. বলেন যে, একবার আমি, মাওলানা মাশইয়াতুল্লাহ ও আল্লামা শাহ আনওয়ার কাশ্মীরী এক সাথে বসা ছিলাম। হঠাৎ মাশইয়াতুল্লাহ সাহেব বললেন যে, উস্তাযে মুহতারাম হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. আসছেন। আল্লামা কাশ্মীরী তখন মুহূর্তের মধ্যে পানি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে ফেলেন। মুফতী কেফায়াতুল্লাহ রহ. অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হন যে, শায়খ রুমে প্রবেশের পূর্বে এত তাড়াতাড়ি কীভাবে তিনি বসা থেকে উঠে গ্লাসে পানি নিয়ে ধুয়ে মুছে মুখ পরিষ্কার করে ফেললেন।

পরামর্শ গ্রহণ

হুজুর ছোট কোনো ব্যক্তিও ভালো কোনো পরামর্শ দিলে সেটি যৌক্তিক হলে তা আমলে নিতেন। কিছু কিছু বড় লোকের মতো নিজেকে স্বনির্ভর এবং বিদ্যা-বুদ্ধিতে কামেল মনে করতেন না। এটি তাঁর বিনয়, উদারতা ও মহানভুবতার পরিচায়ক। একবার আমি অধম আরজ করলাম, হুজুর, উলূমুল হাদীস তো বেশ জরুরী ফন। এ যুগে তো এটি আরো বেশি জরুরি। এ বিষয়ের পণ্ডিত হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (হাফিযাহুল্লাহ ওয়া রা'আহু ওয়া কাছ্ছারাল্লাহু আমছালাহু)-এর কথাও নিবেদন করলাম। হযরত তখন অধমের কথার সমর্থন করে হেসে হেসে হাত দিয়ে তাঁর খাটো দেহ; তবে বড় ইলমের কথা বললেন। তাঁর সেই হাসি আজও অধমের চোখে ভাসছে। হযরত রহ.-এর কাছে গুণিজনদের বড় কদর ছিল। যাই হোক, অধম উলূমুল হাদীসের গুরুত্ব উল্লেখ করে আরজ করলাম, হুজুর, 'শরহে নুখবা' পুরো কিতাবটি গুরুত্বের সাথে পড়ানো প্রয়োজন। তাই একে খারিজী ঘণ্টায় না রেখে মূল দরসের সময় স্বতন্ত্র উস্তাযের যিম্মায় দিলে ভালো হয়। এছাড়া 'মুকাদ্দামায়ে শায়খ আব্দুল হক' এবং পরামর্শক্রমে অন্য কোনো কিতাবও নেসাবে যুক্ত করলে ভালো হয়। আর বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক নিত্য- নতুন মাসায়িল দেখা দিয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিও বুঝা প্রয়োজন। এগুলোর মূল কথা তো হেদায়ায় রয়েছে। একটু বিশ্লেষণ

Scanned with CamScanner

প্রয়োজন। তাই হেদায়ার শুফ'আ অংশের পরিবর্তে কিতাবুল বুয়ূ', মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেবকে দিলে কেমন হয়? হুজুর বললেন, যিনি পড়ান, তিনি জাদীদ মাসায়িলগুলো বলেন না? আরজ করলাম, তিনি তো কিতাব ভালো করে হল করেন বটে; তবে এসব বলেন না। হুজুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, বসেছো তার দরসে? বললাম, বসেছি। তারপর হুজুর বললেন, আচ্ছা আমি দেখব। পরবর্তীতে বছরের শুরুতে দেখলাম সবগুলো পরামর্শ হুজুর গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়েছেন! আরেকবার অধম আরজ করলাম, হুজুর, বেফাকের পরীক্ষার্থীরা তো এখন গাইডনির্ভর হয়ে যাচ্ছে। এর দ্বারা তো বড় ক্ষতি হচ্ছে। হুজুর খুব জয্‌বার সাথে বললেন, আমি এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব। পরে দেখলাম, ওই বছর অধিকাংশ প্রশ্ন করা হয়েছে গাইডের বাইরে থেকে।

মাদরাসার জিনিসের প্রতি দরদ

একবার রমজানে এ'তেকাফরত অবস্থায় তারাবীর পর হুজুরের মাথায় তেল মালিশ করার জন্য গেলাম। তখন হুজুর একটা সুসংবাদ শোনালেন যে, "টিনসেড ঘর (বর্তমান আহমদ মঞ্জিল) এক ব্যক্তিই ৮ তলা ভবন করে দিবে বলছে, তবে এই ঘরে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে 'ঘরটি আদ্দত নয়া'(একেবারে নতুনঘর) কেমনে ভাঙ্গি?" উল্লেখ্য, হুজুরে এহতেমামের যামানায়ই হাটহাজারী মাদরাসার বর্তমান বহুতলবিশিষ্ট সুন্দর মসজিদ ও বিশাল শিক্ষাভবনসহ প্রায় সবগুলো বিশালাকৃতির ভবনসমূহ নির্মিত হয়েছে।

হুজুরের কিছু মূল্যবান নসীহত

আলহামদুলিল্লাহ! হুজুরের বহু নসীহত শোনার তাওফীক হয়েছে আমার। তন্মধ্যে অতি মূল্যবান কয়েকটি নসীহতের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরছি।

পোষাকে নয়; কামাল অর্জনের দ্বারা সম্মান লাভ হয়

একবার হুজুর বলেছিলেন, "সুন্দর আর দামী দামী লেবাসের দ্বারা দামী হওয়া যায় না। ইজ্জত লাভ করা যায় না। ইজ্জত-সম্মান লাভ করতে চাইলে কামাল তথা গুণাগুণ অর্জন কর।" এ মর্মে হুজুর একটি কবিতা সুমধুর ও দরদভরা কণ্ঠে পড়তেন–

کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی- کہ بے کمال ہیچ نیرزد عزیز من

(হে প্রিয়! তোমি গুণাগুণ অর্জ কর, তবেই তুমি বিশ্ববাসীর প্রিয় হতে পারবে। কারণ, যোগ্যতা ও গুণহীন মানুষ কোথাও গ্রহণযোগ্যতা পায় না)

Scanned with CamScanner

হুজুর ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন যে, তিনি একবার এক নাপিতের কাছে চুল কাটানোর জন্য যান। কিন্তু নাপিত তাঁর লেবাস দেখে তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করল না। তখন ইমাম শাফিয়ী রহ.এই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন–

عليّ ثيابٌ لو تباع جَميعها- بفَلس لكان الفلسُ منهن أكبرا

وفيهن نفس لو تُقاس ببعضها- نفوس الورى كانت أجلّ و أكبرا

অর্থাৎ, আমার পরনে এমন ক'টি কাপড় রয়েছে যে, সবগুলো যদি এক পয়সায়ও বিক্রি হয়, তবু এক পয়সা সব ক'টি কাপড়ের মূল্যের চেয়ে বেশি হবে। তবে এই কাপড়গুলো এমন এক ব্যক্তিকে আবৃত করে রেখেছে যে, যদি এর একটি অংশবিশেষকেও সারা বিশ্বের সাথে তুলনা করা হয়, তবু সে অংশ তামাম জগতের বিপরীতে ভারী হবে। (ইমাম শাফিয়ী রহ. লোকটির চোখ খোলার জন্য শোকরিয়া ও تحديث بالنعمة হিসেবে কথাটি বলেছিলেন।

তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হোন

হুজুর ছাত্রদেরকে সর্বদা তাহাজ্জুদের নামাজের খুব তাগিদ দিতেন। হুজুর তাহাজ্জুদের বিষয়ে বলতেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সবার সম্মুখে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়কারীদের সম্মান দিবেন। সেদিন এক আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে, أين المتهجدون 'তাহাজ্জুদ আদায়কারীরা কোথায়?' তখন তারা দাঁড়াবে; কিন্তু وهم قليلون অর্থাৎ, তাঁরা সংখ্যায় কম হবে। কবি বলেন,

عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو- کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی

(কোনো বড় ব্যক্তি, চাই তিনি শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তার হন, আর আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী অথবা ইমাম ফখরুদ্দীন রাজীর মতো ব্যক্তি; কিংবা ইমাম গাযালীই হন না কেন; আল্লাহ্‌র দরবারে রাতের শেষ প্রহরের আহাজারী ছাড়া কেউ বড় হতে পারেননি।)

অনেকে বলেন, এই সময় জাগ্রত হতে পারি না।[৪] তো জাগ্রত হওয়ার সহজ তরীকা হল, রমজানে সেহরীর সময় তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হোন। রমজানের পরও এই নিয়ম চালু রাখুন। দেখবেন, অভ্যাস হয়ে যাবে, একসময় এমনিতেই এসময় চোখ খুলে যাবে। তাই হিম্মত করুন।

---

৪. সূরা কাহাফের শেষ তিন আয়াত পড়ে ঘুমালে রাত্রে যখন ইচ্ছা-জাগ্রত হওয়া যায়। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. থেকে এই আমল বর্ণিত আছে। এটি বহু পরীক্ষিত আমল।- লেখক

Scanned with CamScanner

লেখকের একটি আরজ : বর্তমানে আমাদের অধিকাংশ মাদরাসায় এশার নামাজের পর লম্বা সময় পর্যন্ত পড়া -পড়ানোর নেজাম রয়েছে, যে কারণে বেশির ভাগ ছাত্র-উস্তায তাহাজ্জুদ পড়তে পারেন না। যদি এশার পরে বর্তমানে প্রচলিত নিয়মের এক ঘণ্টা পূর্বে ঘুমানো এবং সুবহে সাদেকের আধা ঘণ্টা পূর্বে জাগ্রত হওয়ার নিয়ম করা হয়, তাহলে তাহাজ্জুদও পড়া হবে এবং পড়াও বেশি হবে; কারণ রাত ১০ টার পরের সময়ের তুলনায় ফজরের পূর্বে মন-মস্তিষ্ক অধিক সতেজ থাকে। এজন্য হেফজখানায় এই সময় সবক ইয়াদ করানো হয়। হযরত মাদানী রহ.-এর বিশিষ্ট আশেক শাগরিদ মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রহ. বলতেন–

'দশটায় ঘুম আর ৪ টায় কুম'। প্রচলিত নেজামের কারণে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যলাভের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ আমল, সকল যুগের সালেহীনের এই বরকতময় আমলে আমরা অভ্যস্ত হতে পারছি না। অধম মনে করে, এ যুগে এই আমলের গুরুত্ব আরো বেশি। কারণ, এখন চতুর্দিকে শুধু গুনাহের ছড়াছড়ি। গুনাহের উপকরণ এখন এতটা বেশি হয়ে গেছে যে, নেককারদের জন্যও তাকওয়ার উপর অটল থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। তাহাজ্জুদ এই বিরাট সমস্যার সমাধান ও প্রতিষেধক হতে পারে। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন,

عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم،
ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم

হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। মুসনাদে আহমদ ও সুনানে তিরমিযীতে এটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির عليكم শব্দটি চিন্তার বিষয়। এজন্য ছাত্র-উস্তায সকলের জন্য তাহাজ্জুদের নিয়ম করে দেওয়া এখন সময়েরও দাবি। মাদরাসা কর্তৃপক্ষগণ গভীরভাবে বিষয়টি নিয়ে ভাববেন বলে আশা করছি।

'উস্তায হয়ে আমল করব' এটা শয়তানের ধোঁকা

একবার হুজুর বলেছিলেন, অনেকে মনে করে, উস্তায হলে আমল করব, এটা শয়তানের ধোঁকা। ছাত্র যামানায়ই ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধক হয় না-এমন সব আমলে অভ্যস্ত হওয়া দরকার। তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও আওয়াবীনের নামাজ পড়া উচিত। কিছু সংক্ষিপ্ত ও জামে' মাসনূন দোয়া ও যিকির করা উচিত। (এর দ্বারা নূর সৃষ্টি হবে, অন্তরে পবিত্রতা হাসেল হবে এবং গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হবে।)

Scanned with CamScanner

তাওয়াযু' ও এখলাছের অভাবে মাদরাসায় ফেতনা হয়

একবার হুজুর বলেছিলেন, কোনো আমল শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করলে এবং নিজেকে ছোট মনে করলে কোনো ফেতনা ও দ্বন্দ্ব হয় না। আজ যে, কোনো কোনো মাদরাসায় ফেতনা আর দ্বন্দ্ব দেখা যায়, এর মূল কারণ হলো এই দুই গুণ না থাকা। অনেকে নিজেকে আল্লামা ভাবে। এখন তো তারা মৌলবী বললে খুশি হয় না, মাওলানা বললেও না; আল্লামা বলতে হয়। হুজুর হেসে হেসে বলতেন, আসলে এরা علامة নয়; এরা ألامة । তাই এই দুই গুণ অর্জনে সচেষ্ট হও। এগুলো বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবতের দ্বারা অর্জন হয়।

শর্টকোর্সর মাধ্যমে ভালো আলেম হওয়া সম্ভব নয়

হুজুর একবার খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন, ভালো আলেম হতে হলে আকাবিরের পছন্দনীয় নেসাবের কিতাবসমূহ ভালোভাবে পড়তে হবে। আর এর জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। আজকাল ছাত্রদের মধ্যে যে প্রবণতা দেখা যায় যে, তারা শর্টকোর্স করে আলেম হতে যায়, এটা খুবই খারাপ মানসিকতা। অনেক মাদরাসায় এখন নেসাব মুখতাসার করা হচ্ছে। তাঁরা বলেন, এটা বাদ দেন, ওটা বাদ দেন। তো এভাবে অল্প সময়ে ভালো আলেম হওয়া যায় না। ইলমের মধ্যে রুসূখ ও জামিয়িয়্যাত (جامعية) পয়দা হয় না। তাই এই মানসিকতা পরিহার করা প্রয়োজন। ইলমের মধ্যে রুসূখ ও جامعية -এর জন্য শর্ট কোর্স নয়; লং কোর্স জরুরী। কবি বলেন-

ألا لا تنال العلم إلا بستّة- سَأُنْبِأُكَ عن مجموعها ببيان

ذكاء وحرص واصطبار وبُلغة- وإرشاد أستاذ وطُول زمان

(জেনে রাখ! তুমি ছয়টি জিনিস ছাড়া ইল্‌ম অর্জন করতে পারবে না। সেগুলো হল: মেধা, ইলম অর্জনের প্রবল আগ্রহ, ধৈর্যধারণ, নূন্যতম জীবিকা, উস্তাযের দিক নির্দেশনা এবং লম্বা সময়।)

উল্লেখ্য, স্কুল- কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদেরকে দ্বীনের মোটামুটি ধারণা দেওয়ার জন্য শর্টকোর্সের ব্যবস্থা করা দোষণীয় নয়।

Scanned with CamScanner

ফাসী উঠিয়ে দিয়ে মূলত ইলমে তাসাওউফকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে

একবার হুজুর আমাকে খুব দুঃখের সাথে বললেন, সম্প্রতি অনেক মাদরাসা থেকে ফাসী উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আর কারীমা, পান্দেনামা, গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ ও মসনবী ইত্যাদি পড়ানো হয় না। অথচ এসব কিতাব মারেফাত লাভে সহায়ক। এগুলোর দ্বারা তালিবুল ইল্‌মরা আদব-আখলাক শিখতো। এগুলো উঠিয়ে দিয়ে ইলমে তাসাওউফকে খতম করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, হুজুর মাগরিবের পর আমাদেরকে এক/দেড় ঘণ্টা সহীহ বুখারীর দরস দেওয়ার পর ইশার নামাজের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ মসনবী শরীফ খুব শওকের সাথে পড়াতেন। এ সময় হুজুরের ভাবাবেগ ছিল লক্ষণীয়। মাঝে মধ্যে হুজুর ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে আফসুস করে বলতেন, "কিচ্ছু নো বুঝদ্দে, বিয়াগ্‌গুন খুশকো, খুশকো" (কিছুই বুঝতে পারছ না, সবাই শুষ্ক, শুষ্ক অর্থাৎ, মারেফাতের প্রভাবমুক্ত)। এ থেকে এ জাতীয় কিতাবাদির কতটা গুরুত্ব তাঁর কাছে ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। অতএব দ্বীনি মাদরাসাসমূহের দায়িত্বশীলগণ–(বিশেষকরে হযরত রহ.-এর মুতা'আল্লিকীন) বিষয়টি বিবেচনায় নিবেন বলে আশা করছি।

তোমরা সনদের মান দিয়ে কী করবে? তোমাদের ভেতরে কিছু আছে?

দাওরায়ে হাদীসের সনদের স্বীকৃতি নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হয়, তখন হুজুর এতে কোনো আগ্রহ দেখাননি। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর অনস্বীকার্য কিছু উপকারিতা বিবেচনা করে কিছু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এর প্রতি খুব আগ্রহ দেখান। কিন্তু উপকারিতার তুলনায় ভবিষ্যতে এর মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা বেশি থাকায় এটা হুজুরের জন্য খুবই উদ্বেগের কারণ ছিল। তাই হুজুর একদিন ফজরের পর সাধারণ রীতির বিপরীত এ ব্যাপারে খুব জোরালো বয়ান করলেন। মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করলেন। সে দিন হুজুরের জযবা ও ভাবাবেগ ছিল লক্ষ করার মতো। সেদিনের আলোচনায় হুজুর বলেছিলেন-

তোমরা সনদ দিয়ে কী করবে, তোমাদের মনত্ (অন্তরে কিছু) আছে? এর দ্বারা হুজুর বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সনদ তো বাহ্যিক একটি দলীল মাত্র।

Scanned with CamScanner

এটি প্রকৃত যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। এর দ্বারা মাকবূলিয়াত অর্জন করা যায় না। তাই এটি কখনো মুখ্য-উদ্দেশ্য হতে পারে না। মানুষের ভেতরে যে ইলমী ও আমলী যোগ্যতা থাকে, সেটিই মুখ্য। এর দ্বারাই মানুষ কামেল হয়, এর মাধ্যমেই দ্বীনের বহুমুখী খেদমত নসীব হয়। অতএব সনদ নয়; ইলমী ও আমলী যোগ্যতা অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করা দরকার। হুজুর সেদিন আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কারীমা থেকে নিয়ে বুখারী পর্যন্ত পড়ানোর মতো যোগ্যতা সম্পন্ন কেউ থাকে, তবে আমি তার জন্য ১০ হাজার টাকা বেতনের খেদমতের ব্যবস্থা করব। (তখনকার ১০ হাজার বর্তমান সময়ের ২৫/৩০ হাজার টাকার সমান ছিল) আমার কাছে তো এমন বহু প্রস্তাব আছে, কিন্তু যোগ্য লোকের তো অভাব। তাই যোগ্যতা অর্জন কর, খামাখা সনদের পিছে পড়ো না। সনদ যদি উদ্দেশ্য হয়ে যায়, তবে তো এ ইলমের দ্বারা জান্নাত তো দূরের কথা, জান্নাতের ঘ্রাণও পাওয়া যাবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

من تعلم علما مما يُبتغى به وجهُ الله لا يتعلمه إلا لِيصيبَ به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها.

"আল্লাহর রেজামন্দী যে ইল্‌মের উদ্দেশ্য অর্থাৎ, ইল্‌মে দ্বীন, তা যদি কেউ শুধুমাত্র দুনিয়ার কোনো বস্তু লাভের আশায় শিক্ষা করে, তবে সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।" (সুনানে আবু দাউদ)

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা: আমি অধম লেখা-পড়া শেষ করে হাটহাজারী থেকে চলে যাওয়ার কয়েক মাস পর আমার এক সাথী ভাইয়ের অনুরোধে তাঁদের এলাকায় হুজুরের বয়ানের একটি তারিখ আনতে যাই। তখন কুশল বিনিময়ের পর ওয়াজের কথা বলার সাথে সাথে হুজুর দুঃখ করে বললেন, ওয়াজ করে আর কী লাভ? অমুক অমুক মাদরাসায় এখন ৫ম শ্রেণির ছাত্রদের ফাইভের পরীক্ষা দেওয়ানো হচ্ছে। কওমী মাদরাসায়ও বোঝি এবার দুনিয়া ঢুকে পড়ল? এতো ওয়াজ করার পরও এই অবস্থা! অতএব ওয়াজ করে আর লাভ কী হবে? (পরবর্তীতে অবশ্য অধমের আবেদনের প্রেক্ষিতে হুজুর নিজের ওয়াজের ডায়েরী আমার হাতে তুলে দিয়ে খালি দেখে একটি তারিখ বুক করে দিয়েছিলেন।)

উল্লেখ্য, আমার জানা মতে, কওমীপড়ুয়াদের খেদমতকে ব্যাপক করা ইত্যাদি স্বার্থে অনেকে স্বীকৃতির দাবি জানালেও কওমী মাদরাসার স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র নষ্ট

Scanned with CamScanner

হওয়া, সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং ছাত্রদের ইখলাসে ভাটা পড়া ইত্যাদির আশঙ্কা থাকায় হুজুর শুরুতে সনদের স্বীকৃতির পক্ষে ছিলেন না।

তবে এক সময় যখন কওমী অঙ্গন থেকে এই দাবি চরমে পৌঁছে এবং সরকারও নিজেদের মতো করে স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছিল, তখন হুজুর আশঙ্কা করলেন যে, এবার স্বীকৃতি গ্রহণ না করলে কিছু অপরিণামদর্শী লোক সরকারের ইচ্ছা মতো স্বীকৃতি নিয়েই নিবে এবং এতে কওমী মাদরাসাসমূহে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবে, যা কওমী মাদরাসা ধ্বংসের নামান্তর। তখন হুজুর বজ্রকণ্ঠে বললেন, আমরা স্বীকৃতি চাই। তবে সরকার যেভাবে স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছে, সেভাবে আমাদের স্বীকৃতির কোনো প্রয়োজন নেই। এভাবে আমরা তা কিছুতেই নেব না। হুজুরের সেই জোরালো বক্তব্য দৈনিক প্রথম আলো খুব গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করেছিল। হুজুর বলেছিলেন, কোনো শর্ত ছাড়াই যদি স্বীকৃতি দেন, তবে আমরা তা গ্রহণ করব। হুজুরের সেই অনঢ় মনোভাবের কারণে শেষ পর্যন্ত সরকার নতুন আইন পাশ করে সিলেবাস পরিবর্তন বা অন্য কোনোরকম শর্ত ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই প্রত্যাশিত স্বীকৃতি প্রদান করে। অধমের ধারণা মতে, এভাবে স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে কওমী অঙ্গনের অনেকের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা পূরণ কেবল হযরত রহ.-এর কারণেই সম্ভব হয়েছে। তাঁর ওসিলায় সিলেবাস পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী মারাত্মক ক্ষতি থেকেও কওমী মাদরাসা রক্ষা পায়।[৫] এটি হুজুরের অনেক বড় কৃতিত্ব।

[উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে স্বীকৃতির আলোচনা যখন তুঙ্গে, তখন আমি দারুল উলূম দেওবন্দে পড়তে যাই। কিছু দিন পরই শোনলাম ভারত সরকারও নাকি দারুল উলূম দেওবন্দ ও সকল কওমী মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি দিতে চায় এবং সরকারের মদদপুষ্ট একজন প্রসিদ্ধ আলেম তা নিতে চান। তিনি এর জন্য তৎপরতাও চালাতে শুরু করেন। তখন দারুল উলূম দেওবন্দের দূরদর্শী আকাবির উলামায়ে কেরাম পুরো ভারতের সকল কওমী মাদরাসা কর্তৃপক্ষসহ বড় বড় উলামায়ে কেরামকে জরুরী ভিত্তিতে দেওবন্দে অনুষ্ঠিতব্য কনফারেন্সে তলব করেন। দুইদিন ব্যাপী সেই কনফারেন্সে দেশের বিখ্যাত হাজার হাজার উলামায়ে কেরাম শরীক হন। আমি অধমও সেটিতে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, সকল উলামায়ে কেরাম সনদের স্বীকৃতির প্রস্তাবকে কওমী মাদরাসা ধ্বংসের একটি সরকারী চক্রান্ত আখ্যা দিয়ে এই প্রস্তাবকে নাকচ করেন। তখন আমি ভাবলাম, দেশে শোনে এলাম স্বীকৃতির আলোচনা, আবার এখানে এসেও দেখি হিন্দু সরকারও

---

[৫]. উল্লেখ্য যে, সেসময় হুজুর অনেকটা মাজুর হয়ে পড়েছিলেন, সেই সুযোগে অপরিণামদর্শী বা স্বার্থান্বেষী কিছু লোক, একটি মহলের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কওমী মাদরাসার স্বার্থ ও আদর্শ পরিপন্থী কিছু কাজ করে, যা অনেক সমালোচনা ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল।

Scanned with CamScanner

স্বীকৃতি দিতে চায়, তাই সন্দেহ নেই "দাল মে কুচ্ কালা হায়"। আসল কথা হলো, এই কওমী মাদরাসাগুলোই হলো ইসলামের ধারক- বাহক ও রক্ষক। এ জন্য কওমী মাদরাসা নিয়ে পশ্চিমাদের অনেক মাথা ব্যাথা। কওমীর আপোষহীন লোকগুলোকে পোষ মানাতে পারলেই কেবল ইসলাম খতম করা সম্ভব। বিশ্ব ব্যাংকেরও এ নিয়ে মাথা ব্যথা রয়েছে। একবার বিশ্ব ব্যাংক বংলাদেশের কওমী মাদরাসাগুলোর আয়ের উৎস জানতে চেয়েছিল।

অতএব স্বীকৃতির মাধ্যমে আমাদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র যেন কেউ বিনষ্ট করতে না পারে এবং কখনো কোনো কারণে আমরা যেন আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি না দিয়ে পুরোপুরি দেওবন্দের আদর্শের উপর অবিচল থাকতে পারি, সে বিষয়ে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। স্বীকৃতি আদায়ের কয়েক বছর পার না হতেই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যেসব ঘটনা ঘটেছে এবং যে জন্য আমাদের দেড়শত বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভুলণ্ঠিত হয়েছে, সেগুলো আমাদের কোনো অপরিণামদর্শীতার ফল নয় তো? (যেগুলো আমাদের কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ্‌র তাকবীনী নেজাম দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।) স্বীকৃতির পর ছাত্রদের মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন আসছে না তো? কওমী মাদরাসাসমূহের অভিভাবক ও দায়িত্বশীলগণ এসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবেন এবং করছেন বলে আমার বিশ্বাস।]

শুধু কিতাব পড়া কিংবা বয়ান শোনার দ্বারা দ্বীনদার হওয়া যায় না

হযরত বলতেন, "শুধু কিতাব পড়লে দ্বীন পয়দা হয় না, ওয়াজ শুনেও দ্বীনদার হওয়া যায় না। দ্বীনদার হতে হলে বুযুর্গদের সোহবত প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

(হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও) কোনো এক কবি বলেছেন,

نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا ❁ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

কিতাব, ওয়াজ-নসীহত আর অর্থ-বিত্তেই
লাভ হয় না দ্বীন,
ওলী-বুজুর্গের নেক নজরেই
আসে খাঁটি দ্বীন।

এজন্যই তো যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম তাসাওউফের সিলসিলায় নিজেকে আবদ্ধ করেছেন। ہمہ شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ اند

হযরত থানবী রহ. বলেছেন, একজন তালিবে ইলম কমপক্ষে ছয়মাস কোনো বুযুর্গের সোহবতে থাকবে। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ছাত্র-উস্তাযগণ বিষয়টির প্রতি উদাসীন। এজন্য হুজুরকে অনেক আফসোস করতে দেখেছি।

Scanned with CamScanner

মোবাইল ছাত্রদের সব কিছু শেষ করে দিয়েছে

একবার হুজুর খুব দুঃখ করে বললেন, মোবাইল ছাত্রদের সর্বনাশ করে দিয়েছে। ইলম, আমল ও আখলাক সব খতম করে দিয়েছে। এই জন্য ছাত্রদের মোবাইল পরিহর করা জরুরী। হুজুর বলতেন, ইল্‌ম হাসেল করার জন্য ইলমের তরে ফানা হওয়া জরুরী।

গুনাহ পরিত্যাগ করুন

হুজুর বলতেন, ইল্‌ম হাসেলের জন্য প্রধান শর্ত হল, গুনাহ ছাড়া। তাই গুনাহ ত্যাগ করুন। গুনাহ ছাড়ার বড় উপায় হল, সবসময় আল্লার জিকির করা। হাদীসে রয়েছে, জিকির করলে শয়তান দূরে চলে যায়, আর জিকির থেকে গাফেল হলেই কুমন্ত্রনা দিতে শুরু করে। এজন্য সকাল-বিকাল ছয় তাসবীহ তথা سُبحن الله، اَلحمد لله، لاإله إلا الله والله أكبر, দরূদ শরীফ ও ইস্তেগফার ১০০ বার করে পড়বেন। এছাড়াও সময় মতো মসনূন দোয়াসমূহ পাঠ করবেন। চলাফেরা করার সময়ও জিকিরে অভ্যস্ত হোন। একটি তাসবীহ সাথে রাখুন, তাহলে এটি আপনাকে জিকিরের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। এটাকে আমি مُذَكِّر বলি। গুনাহ বর্জন ও তা'আল্লুক মা'আল্লাহ অর্জনের জন্য বুজর্গানে দ্বীনের সোহবত একটি উত্তম উপায়। হুজুর বলতেন, শিক্ষকগণ ছাত্রদেরকে নিজেদের সন্তান মনে করলে কুচিন্তা আসবে না। শিক্ষকদের সর্বদা إنما أنا لكم بمنزلة الوالد الحديث হাদীসটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আল্লাহ না করুন, যদি গায়রে মাহরাম কোনো মেয়ের ব্যাপারে কোনো কুচিন্তা আসে, তবে সে ব্যাপারে এভাবে চিন্তা করবেন যে, আমি তো নিজের মেয়ে, বোন, খালা বা অন্য কোনো নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে এটা মেনে নিতে পারি না যে, কেউ তাদের সাথে অপকর্ম করবে। তাহলে আমি কোনো গায়রে মাহরাম মেয়ের সাথে এমন অপকর্ম কীভাবে করতে পারি? সেও তো কারো মেয়ে, বোন, খালা বা অন্য কোনো নিকটাত্মীয় হবে? মুসনাদে আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে গুনাহ বর্জনের এই পদ্ধতি বলেছেন।

গুনাহ বর্জনের উপায় নিয়ে হুজুর অনেক আলোচনা করতেন। অধম সেগুলোর আলোকে একটি পুস্তিকা সংকলন করেছিলাম। এতে হুজুর খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। এ'তেকাফরত অবস্থায় হুজুর সেটি দেখে দিয়ে অভিমত ও দোয়া লিখে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু একে আরো সমৃদ্ধ করে ছাপানোর নির্দেশ দেওয়ায়, অলসতা ও ব্যস্ততার কারণে আজও সেটি প্রকাশ করতে পারিনি। পাঠকগণ দোয়া করলে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দিলে অচিরেই প্রকাশ করব (ইনশা আল্লাহ)।

Scanned with CamScanner

নজরের হেফাজতের তরীকা

হুজুর নজরের হেফাজতের খুব তাগিদ দিতেন। হুজুর বলতেন, এ জন্য হিম্মত করতে হবে যে, যত সুন্দরী মেয়ে হোক, আর সুন্দর ছেলে হোক, আমি তার দিকে তাকাব না। হুজুরের ভাষ্য মতে, দেখা এখতিয়ারী জিনিস, অতএব এর বিপরীত 'না দেখা'ও এখতিয়ারী। অর্থাৎ, তাকানো যেমন নিজের ইচ্ছাধীন বিষয়, তেমনি না তাকানোও ইচ্ছাধীন বিষয়। তাই হিম্মত করে তাকানো থেকে বিরত থাকবে। (হ্যাঁ! হঠাৎ গায়রে এখতিয়ারী নজর পড়ে যেতে পারে। সেটা ভিন্ন কথা। সেটি তো মাফ) হুজুর এ বিষয়ে আরও বলতেন-

فِرَّ من الأمْرد فرارَك مِن الأسد و الأسود

(তুমি দাড়িবিহীন ছেলে থেকে দূরে থাক, যেমন সিংহ ও সাপ থেকে দূরে থাক।)

উস্তাযগণের সামনে كالميِّت في يد الغسَّال হয়ে যাও

হুজুর বলতেন, উস্তাযদের কথা মতো চলবে, তাঁদের সামনে লাশের গোসলদাতার সামনে লাশ যেমন বে-এখতিয়ার থাকে, তেমনি নিজেকে উস্তাযের কাছে সঁপে দেবে। (তবে হুজুর বিশেষ ওজর ছাড়া শারীরিক খেদমত করতে এবং খেদমত গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন।) কবি বলেন,

مٹادے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے ❁ کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے

(যদি কিছু সম্মান চাও, তবে নিজেকে বিলীন করে দাও। দেখ না? বীজ নিজেকে মাটিতে বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই ফুল ও ফুলবাগানে পরিণত হয়।)

নিজেকে যোগ্য ভাবলেই যোগ্য হওয়া যায় না

একবার আমি হযরত মাওলানা আহমদ মায়মূন ও মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ সাহেব দা.বা.-এর সাথে হযরতের সাথে দেখা করতে যাই। তখন আমি হযরতের কাছে পরামর্শ চেয়ে নিবেদন করলাম যে, দুই বছর যাবত একজন বড় আলেম মাওলানা জুনায়েদ সাহেব হুজুরের পরামর্শক্রমে আমাকে তাঁর মাদরাসায় সহীহ বুখারীর উস্তায হিসেবে নিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করছেন; কিন্তু আমি তো এর যোগ্য নই, আমার সাহস হয় না।

Scanned with CamScanner

তাই আমি তাঁকে কথা দিতে পারছি না। আমি কী করব? তখন হুজুর হেলান ছেড়ে সোজা হয়ে বসে উঁচু আওয়াজে বললেন, (তখন আমি প্রচণ্ড ভয় পাই) "শোনেন, যে নিজেকে যোগ্য ভাবে, সে যোগ্য নয়। যে (যোগ্যতা থাকার পরও) নিজেকে যোগ্য মনে করে না, সে-ই প্রকৃত যোগ্য।"

মাদরাসার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা প্রকৃত তালিবুল ইলমের জন্যই কেবল জায়েয

হুজুর বলতেন, এই যে, আপনারা মাদরাসার রুম ব্যবহার করছেন, বাথরুম ইত্যাদি ব্যবহার করছেন– এগুলো তো মানুষ কেবল তালিবুল ইলমের জন্য দিয়েছে। সুতরাং যারা ইলম অর্জনের জন্য পড়া লেখা না করে শুধু ঘোরাফেরা করে, অথবা শুধু শুয়েই থাকে, ঠিক মতো দরসে হাজির হয় না, মুতালা'আ করে না। তাদের জন্য তো এসব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। এর জন্য তো কোনো ফতোয়ার প্রয়োজন নেই। استفت قلبك "আপনি নিজের কলবকে জিজ্ঞাসা করুন, এসব কি আপনার জন্য জায়েয?"। অতএব আপনারা দরসে নিয়মিত হাজির থাকবেন। দরসে হাজির না থাকা বড় বে-বরকতীর কারণ। আমি তো আল্লাহ্‌র ফযলে দেওবন্দে দাওরার বছর পুরো বছর একটা দরসেও অনুপস্থিত ছিলাম না। এজন্য আমার উস্তায মাওলানা এযায আলী রহ. আমাকে একটি কুরআন শরীফ পুরস্কার দিয়েছিলেন।

গাশতের আদব

হাটহাজারী মাদরাসায় নিয়ম ছিল, বিবাহ অনুষ্ঠিত হত পুরাতন মসজিদে, আর দাওয়াত ও তাবলীগের গাশতের বয়ান ইত্যাদি হত নতুন মসজিদে। কিন্তু একদিন হঠাৎ নতুন মসজিদে বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার এ'লান হল। হযরত রহ.ও চলে এলেন। শুক্রবার গাশতের দিন ছিল। বিবাহের এ'লান শুনে গাশতের এ'লান হল না। সাথীরা সবাই পেরেশান ছিলেন। আমি দেখলাম, বিবাহের লোকজন আসেনি। তাই হুজুরের কাছে গিয়ে হুজুরের ভাষায় নিবেদন করলাম, হুজুর, এই মসজিদ থেকে ছাত্ররা গাশত করে। এর প্রভাব এলাকায় খুব বেশি পড়ে। দু'একটি কারগুজারীও শোনালাম। হুজুর শুনে খুশি হলেন। আমি বললাম,

Scanned with CamScanner

হুজুর! ওদের আসতে দেরি হচ্ছে। তাই আজ গাশতের আদব আপনিই বর্ণনা করলে ভাল হবে। তখন হুজুর খুত্‌বা পাঠ করে ألم تر أن الله سخر لكم ما في السموت وما في الأرض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها আয়াতটি পড়ে মানুষের উপর আল্লাহর নেয়ামতসমূহের কিছু ব্যাখ্যা করেন। যতটুকু মনে পড়ে يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ۞ الذي جعل لكم الأرض فراشا (الآية) আয়াত দু'টিও পড়েন। হুজুর বলেন, মানুষকে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে আল্লাহর গোলামির দাওয়াত দিবে। তাহলে মানুষ সহজে মেনে নেবে। কারণ الإنسان عبد الإحسان (মানুষ দয়া-অনুগ্রহের গোলাম)। হুজুরের সেই দিনের হৃদয়স্পর্শী বয়ানে সবাই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

কারো গীবত–শেকায়েত করবেন না

হুজুর বলতেন, "কারো গীবত-শেকায়েত করবেন না। নিজেকে সব সময় খারাপ জানবেন। অপরকে ভালো মনে করবেন।" হুজুর তাকরার করে বলতেন, নিজেকে বলবে, আমি খারাপ, আমি খারাপ, আমি নিরস, আমি নিরস, আর অপর ভাই সরস, সরস। একথা খেয়াল করবে যে, গীবত করে কোনো লাভ নেই। খামাখা নিজের আমল অন্যকে দিয়ে দিয়ে কী লাভ? এজন্য ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন, আমি যদি কারো গীবত করতাম, তবে আমার মায়ের গীবত করতাম। (হযরত রহ.ও কারো গীবত করতেন না। তবে কখনো কখনো শরয়ী প্রয়োজনে করতেন, যা প্রকৃত পক্ষে 'نصيحة'। একদিন অধমের সাথে আলাপচারিতায় এক আলেমের কিছু দোষ বয়ান করলে অধম অস্বস্তি বোধ করি। হুজুর তা টের পেয়ে উঁচু আওয়াজে বললেন, এই আলেমের অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে বাঁচানোর জন্য এর গীবত ওয়াজিব।)

যখনই সময় পাবেন, রেসালা পড়বেন

হুজুর বলতেন, বড়দের রেসালায় অনেক মা'লুমাত একসাথে পাওয়া যায়। তাই বৃহস্পতি, শুক্রবার এবং বন্ধের সময় রেসালা মুতালা'আ করবেন। হুজুর হযরত থানবী রহ.-এর বিষয়ভিত্তিক বইসমূহ পড়ার জন্য বিশেষ তাগিদ দিতেন। একবার হুজুর বায়ানুল কুরআনের খুব প্রশংসা করে অধমকে সেটি মুতালা'আ করতে বলেছিলেন।

Scanned with CamScanner

নিজেরটা খাবেন, পরেরটটা খাবেন না

হুজুর বলতেন, সকালে নাস্তার জন্য হোটেলে না যাওয়াই ভাল। আপনারা ভাত রান্না করার সময় তাতে কিছু ছোলা দিয়ে দিবেন। পরে হালকা লবন দিয়ে সেগুলো খেয়ে নিবেন। আমি ছাত্র জীবনে এমনটাই করতাম। হুজুর মজা করে বলতেন, "এটা হলো নিজেরটা; আর হোটেলেরটা (পরোটা) হলো পরেরটা। তো নিজেরটা খাবেন; পরেরটা খাবেন না। এতে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং সময় ও টাকা বাঁচবে।"

হযরত রহ.-এর কারামত

হযরতের সবচেয়ে বড় কারামত হল, আজীবন সুন্নতের উপর ইস্তেকামাত তথা অটল- অবিচল থাকা। এ ছাড়াও হুজুরের বহু কারামত রয়েছে। যেমন-

১. একবার আমি হযরতের কাছে বসেছিলাম। এক ব্যক্তি এসে হুজুরকে তার মাদরাসার মাহফিলের দাওয়াত দিয়ে বললেন, হুজুর গত বছর আপনি আমাদের মাহফিলে গিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে বলেছিলেন, আগামী বছর যেন এখান থেকে ওখান পর্যন্ত বিল্ডিং হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ্, আপনার দোয়ার বরকতে, আল্লাহ তা'আলার ফযলে পুরো স্থানটিতে বিল্ডিং স্থাপিত হয়ে গেছে!!

২.আমি দেওবন্দে দাওরা পড়ে ভিসা সংক্রান্ত বড় এক সমস্যার কারণে রমজানে দেশে চলে আসি। আমি সেখানে থাকাবস্থায় বড় বড় উস্তাযগণের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলি। বিশেষ করে বাহ্রুল উলূম আল্লামা নিয়ামাতুল্লাহ আযমী দা. বা.-এর সাথে মজবুত সম্পর্ক স্থাপন করি। হুজুর অধমকে বেশ মহব্বত করতেন। আছরের পরের উন্মুক্ত সময় ছাড়াও অতিরিক্ত সময় দিতেন। তাঁর ইল্ম ও পাণ্ডিত্য, সেই সাথে তাঁর আখলাক, বিনয় ও নম্রতা দেখে আমি যার পর নাই প্রভাবিত ও বিস্মিত হই। এখনও (আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে) তাঁর মতো মুতাফান্নিন, মুহাক্কিক ও বিস্তর জ্ঞানের অধিকারী আরেকজন ব্যক্তি কোথাও আছেন কি না– আমার জানা নেই।

তাঁর সান্নিধ্যে অন্তত পাঁচ বছর কাটানোর পাকাপোক্ত নিয়ত করি। কিন্তু দাওরার পরীক্ষার ফলাফল ভালো না হলে (প্রতি কিতাবে মোট নম্বর ৫০ -এর মধ্যে গড়ে ৪৪ নম্বর না পেলে) তো তাখাস্সুসে সুযোগ পাব না। এজন্য ফলাফল বের হওয়ার অপেক্ষা করি। কিছুদিন পর দেওবন্দের নায়েবে মুহতামিম, উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা আব্দুল খালেক মাদরাজী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম আমাকে প্রত্যেক কিতাবের ফলাফল জানালেন। তখন ভাবলাম, এবার তো দেওবন্দে যেতেই হবে।

Scanned with CamScanner

কিন্তু আব্বা বললেন, না তুমি হাটহাজারীতে ভর্তি হও। ঝুঁকি নিয়ে ভারত যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু দেওবন্দ যেন কিছুতেই আমার নজর থেকে সরছে না। তবু আব্বার কথায় পিছপা হয়ে যাই; কিন্তু কয়েকদিন পর খবর পেলাম যে, আল্লাহ্‌র ফযলে ও আসাতিযায়ে কেরামের নেক নজরের বরকতে অধম ৩য় স্থান লাভ করেছি, যা কিনা আমি নিজের অযোগ্যতার কারণে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তখন তো দেওবন্দে যাওয়ার জন্য মাতোয়ারা হয়ে যাই। কারণ, দেওবন্দে সিরিয়াল পাওয়া ছাত্রদের বিশেষ মূল্যায়ন রয়েছে। এছাড়া হযরত বাহরুল উলূম, হযরত আল্লামা সায়্যিদ আরশাদ মাদানী, হযরত আল্লামা কামরুদ্দীন ও হযরত মাওলানা মাদরাজী (حفظهم الله و رعاهم) –সবার সাথে তো অধমের সুসম্পর্ক রয়েছেই। তো তাঁরা ইস্তেফাদার কোনো ব্যবস্থা অবশ্যই করে দিবেন। ইস্তেখারা করলাম, দেখলাম আমি অধম দেওবন্দে রয়েছি। আম্মা বললেন, তোমার এ দেখা ধর্তব্য নয়, কারণ এখন তোমার দিল-দেমাগে শুধু দেওবন্দ-ই বিরাজ করছে। এ জন্য ঘুমে তো তা-ই দেখবে। বাস্তবেও ওই সময় আমার দিল-দেমাগে দেওবন্দই বিরাজ করছিল। কিন্তু আব্বা যে শঙ্কা বোধ করছেন, তাঁর মর্জির বাইরে তো কিছু করা ঠিক হবে না। আমার আব্বাকে আল্লাহ তা'আলা জাযায়ে খায়ের দান করুন, তিনি আমার জযবা, অস্বস্তি ও ইল্‌ম অর্জনের অদম্য পিপাসার বিষয়টি বোঝতে পেরে আমাকে নিয়ে হাটহাজারী চলে যান। হযরত রহ.-কে আমার অবস্থা জানান। আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী দা.বা. আগেই হুজুরকে আমার ফলাফল সম্পর্কে অবগত করেছিলেন। তাই হযরত প্রথমে তো খুব খুশি হলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ! হাটহাজারীর সুনাম করেছ...আমিও দেওবন্দে ৩য় হয়েছিলাম। কিন্তু পরক্ষণে বললেন, " **দেওবন্দে দাওরা পড়ে হাদীসের সনদ নিয়ে নিয়েছ, এখন ঝুঁকি নিয়ে আর ওখানে যাওয়ার দরকার নেই। আমাদের এখানে মুফতী আব্দুস্ সালাম সাহেব আছেন। খুব যোগ্য মুফতী। এখানে ভর্তি হয়ে যাও।**"

আমি তো এখানের পুরাতন ছাত্র। এখানে যারা আছেন, তাঁদের কাছে তো আমি পড়েছি। কিন্তু হযরত রহ.উক্ত কথা বলতেই আমার দেওবন্দ যাওয়ার ইচ্ছা একেবারে খতম হয়ে গেল। মন পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেল। এটা ছিল হুজুরের কারামত ও অন্তর্দৃষ্টির ফল। আল্লাহ তা'আলা হুজুরকে তাঁর শান অনুযায়ী এর জাযায়ে খায়ের দান করুন। তাঁর ওসিলায় আমি বিরাট পেরেশানী থেকে মুক্তি পেয়েছি। আব্বজানকেও জাযায়ে খায়ের দান করুন। সিহ্‌হাত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘদিন তাঁর ছায়া আমাদের উপর রাখুন। মূলত তাঁর কুরবানী ও দাওরার

Scanned with CamScanner

পরও দীর্ঘদিন তালীম-তরবিয়ত গ্রহণ ও আকাবিরদের সোহবত লাভ করার সুযোগ দেওয়ার ওসিলায় হযরত রহ.সহ অন্যান্য বরেণ্য উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে অধম এমন সুসম্পর্ক স্থাপনের তাওফীক লাভ করি।

৩. আরেকটি ঘটনা: আমাদের মাদরাসার শায়খুল হাদীস বিশিষ্ট লেখক, বহু ভাষাবিদ ও মুহাক্কিক আলেম, আল্লামা আহমদ মায়মূন দা. বা. আমাদের মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস শুরু হওয়ার বছর অধমকে এখানে আনার জন্য হযরতের কাছে দরখাস্ত লিখেন। ঢাকায় আসতে অধমের কিছুটা দ্বিধা ছিল। কিন্তু হযরত রহ. দরখাস্ত কবুল করে জবাব লিখেন,

بندہ کا بھی خیال ہے کہ اس قسم کے مدرسہ میں تقرر ہو جائے (ترمذی شریف) صحاح ستہ کی اہم کتاب ہے۔ اللہ تعالی قبول فرمائیں۔

আমি হযরতের দোয়া সম্বলিত বাক্য দেখে তো আনন্দিত হই। কিন্তু আমার আম্মার কারণে সিলেটের দিকে মন ধাবিত হচ্ছিল। মনে কেমন যেন এক শঙ্কা বিরাজ করছিল। তাছাড়া ব্যক্তি গঠনের কাজ কতটুকু করতে পারব, তা নিয়ে ভাবছিলাম। মায়মূন সাহেব হুজুর অনেক সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু অস্বস্তি কাটেনি। হুজুরের সাথে দেখা করলে হুজুর যে কথাটি বলেছিলেন, তা আজও যেন আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছে। হুজুর বলেছিলেন, **"ওয়া মায়মূনে যেত্তে খদ্দে.....ছিন্তা নোগজ্জো।"** (আরে! মায়মূন যখন বলছে যেতে; তো চলে যাও, ওখানে ভালো হবে, চিন্তা করো না।) এ কথা বলার সাথে সাথে আমার মন একেবারে শান্ত হয়ে যায়। আজও আলহামদুলিল্লাহ, হযরতের দোয়ায় এখানে শান্তিতে খুব ভালো অবস্থায় আছি।

উল্লেখ্য, মাওলানা আহমদ মায়মূন সাহেবের ইল্‌মের কারণে হুজুর তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর আবেদনের পূর্বেও অধমের ব্যাপারে একাধিক বড় ব্যক্তি আবেদন করেছিলেন, কিন্তু কেবল মায়মূন সাহেব হুজুরের আবেদনই হুজুর কবুল করেছিলেন। হযরতের খাদেমের কাছ থেকে শুনেছি, হুজুর তাঁর দরখাস্ত পাওয়ার পর প্রায় ১০ মিনিট গভীরভাবে চিন্তা ও মুরাকাবা করেন। তারপর উল্লিখিত ইবারত লিখে তা কবুল করেন।।

৪. আমি তাখাস্‌সুসাত শেষ করে নিয়ত করেছিলাম, যুগের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারে- এমন কিছু ইল্‌মী ও আমলী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করব এবং মুহাক্কিক, মুতকিন, মুখলিছ, মুহসিন, মুজাহিদ ও মুতাওয়াররি ক'জন উস্তায এজন্য খোঁজে বের করব। ভাবছিলাম, আমি যোগ্য না

Scanned with CamScanner

হলেও আমার আব্বার নেগরানীতে সেটি সম্ভব হতে পারে। আব্বাকে হজে যাওয়ার সময় একটি লম্বা চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়ে ছিলাম এবং দোয়ার জন্য নিবেদন করেছিলাম। আমার মিশনের নাম ছিল তা'মীরু রিজালিল ফিকরি ওয়াদ্ দাওয়াহ'। হুজুরকেও আমার এই ইচ্ছার কথা জানালে তিনি আমার ফিকিরেরে সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বললেন, খুব ভাল উদ্যোগ! আমি সহায়তা ও তত্ত্বাবধান করব। তবে মাদরাসায় যেন খান্‌কাহ অবশ্যই থাকে বরং নামের সাথে কোনোভাবে খানকাহ্‌র উল্লেখ থাকলে ভাল। হুজুরের কথা মতো মাদরাসার জন্য জায়গা খুঁজতে শুরু করলাম। সিলেটের এক লোক আব্বার সাথে হুজুরের কাছে গিয়ে সিলেট এয়ারপোর্টের কাছে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার জায়গা দিবেন বলে ওয়াদাও করেন। অধম ও অধমের পিতার ব্যাপারে হুজুরের খুব ভাল ধারণা ছিল। মাদরাসাসমূহে ইল্‌ম ও আমলের সাথে সাথে রুহানিয়াতেরও চরম ঘাটতি দেখা দেওয়ায় হুজুরকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখা যেত। তাই হুজুর তাঁর শায়খ হযরত মাদানী রহ.-এর দীর্ঘদিনের কর্মস্থল হযরত শাহজালাল রহ.-এর পূন্যভূমি সিলেটে আমাদের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগঠনের এমন উদ্যোগে বেশ আনন্দিত হন। এজন্য হুজুর এ বিষয়ে নিয়মিত কারগুজারীও শুনতেন। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি জায়গা দান করা থেকে পিছপা হয়ে যান। এতে হুজুর খুব অসন্তুষ্ট হন। যার প্রভাব উক্ত ব্যক্তির উপরও পড়ে। পরবর্তীতে হুজুর আমাকে বললেন, দেখো, অন্য কোনো ব্যবস্থা হয় কি না? তবে এও বললেন, **'তোমাকে হাদীসের কিতাব পড়াতে হবে।'** একাধিকবার হুজুর আমকে হাদীসপড়ানোর প্রস্তাব দেন; তবে নির্দেশ দেননি। আমার শ্বশুর, মালিবাগ জামিয়ার প্রাক্তন সিনিয়র মুহাদ্দিস, শায়খুল হাদীস আল্লামা শফীকুল হক সুরইঘাটি দা.বা. (বিয়ের পূর্বে) অধমকে তাঁর মাদরাসায় নিতে হযরতের কাছে আবদার করেন। তখন হযরত একান্তে আমাকে বললেন, সিলেটের মুহাদ্দিস সাহেব তিরমিযী আওয়াল ও বুখারী পড়ানোর জন্য তোমাকে চাচ্ছেন, তুমি কী বল? অধম তাঁর কাছে সময় চাই। পরবর্তীতে আমার অযোগ্যতা ও উপরিউক্ত উদ্দেশ্য ইত্যাদির কারণে তাতে সম্মত হইনি। আমার শ্বশুরের শাগরিদে রশীদ মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ সাহেব (দা.বা.)ও বোঝান। তিনি শতভাগ সঠিক পরামর্শ দেন যে, প্রথমে দশ বছর খুব মুতালা'আ করে পড়ান। তার পরে...। কিন্তু হাদীস পড়ানোর আহাল আমি নই, (এখনও হতে পারিনি) এবং এর দ্বারা হয়তো যশ-খ্যাতি হবে; কিন্তু ছাত্রগঠন হবে না–ভেবে আমি তাতে রাজি হইনি। এরপর হুজুরের মাধ্যমে বরিশালের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান জামিয়া মাহমূদিয়া থেকেও প্রস্তাব আসে। দেশের বাইরে যাওয়ার প্রস্তাবও আসে, তাতেও সায় দেইনি।

যাই হোক, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন পুরা না হওয়ায় আমি আরেক বছর হুজুরের সোহবতে থেকে ইল্‌ম হাসেল করার জন্য হাটহাজারী থেকে যাই। হুজুর বলেছিলেন, ভালো কোনো মাদরাসা পেলে কিন্তু চলে যেতে হবে। আমার অবস্থা

Scanned with CamScanner

অনুভব করে হুজুর একদিন আমার সাথী মাওলানা মুহিউদ্দীনকে বললেন, 'আমি এখন ঢাকায় যাব, শাকেরকে নিয়ে যাব, যদি ভালো কোনো মাদরাসা পাই, তবে তাকে সেখানে রেখে আসব।' আমি এমন খবর পাওয়া মাত্র হুজুরের রুমের কাছ থেকে চলে আসি। যাতে হুজুর ভুলে গেলে আমার ঢাকায় যেতে না হয়। তখন জীবনের একমাত্র টার্গেট ছিল এমন আদর্শ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, যাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া ৪ মিশনকে পুনরায় একীভূত করা হবে। কিছু লোক সহায়তার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা অধমকে ক্ষমা করুন। ভাব-আবেগের বশীভূত হয়ে উক্ত বুযুর্গদের কথা আমি অধম রাখতে পারিনি। তাঁরা অধমকে মাফ করবেন বলে আশা করি। যাই হোক, বছর শেষ হলে আমি হযরতের এরশাদ 'তোমাকে হাদীসের কিতাব পড়াতে হবে' একে ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত মনে করে হেদায়াতুন্ নাহ্ব পর্যন্ত পড়ানোর জন্য একটি বড় বাসা ভাড়া নিয়ে নেই। কিন্তু বাসা ভাড়া নেওয়ার দু'দিন পরই আমার বিশেষ উস্তায মাও. ফারুক আহমদ সাহেব দা.বা. এক জামাত উলামায়ে কেরাম নিয়ে আমাদের বাড়ীতে এসে এ অধমকে শাহবাগ জামিয়া মাদানিয়ায় হাদীসের উস্তায হিসেবে নেওয়ার জন্য জোর দাবি করে বসেন। আমি নামাজ পড়ে দোয়া করেছিলাম, এ থেকে নিস্কৃতির জন্য। কিন্তু হযরত রহ. যে বলেছিলেন, হাদীসের কিতাব পড়াতে হবে। ফলে তা-ই বাস্তবায়িত হল। আমার কোনো তদবীর কাজে আসেনি। আসল কথা পরে বুঝতে পেরেছি যে, আমার নিয়ত ও লক্ষ্য ভালো ছিল ঠিকই। তবে এটি বাস্তবায়নের ওসায়িল ও যোগ্যতা আমার মাঝে ছিল না। নিজেকে এর যোগ্য তখনও ভাবিনি, এখনও ভাবি না; তবে এর ব্যবস্থা করতে পারব বলে আশাবাদী ছিলাম। তখন বুঝতে পারলাম,

"قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید" (দরবেশ যখনই কথা বলে, অর্ন্তদৃষ্টির আলোকেই বলে)

শেষকথা: জীবনের বাকেঁ বাকেঁ হযরতের সাথে ঘটিত অনেক কথাই এখন মনে পড়ছে, তবু সময় স্বল্পতার কারণে এখানেই ক্ষান্ত হচ্ছি। পরিশেষে মাওলায়ে পাকের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে হযরত রহ.-এর উত্তম গুণসমূহের ওয়ারিছ বানান, তাঁর ফুয়ূজ ও বারাকাত নসীব করেন, তাঁর রেখে যাওয়া আমানত সংরক্ষণ করা ও তাঁর পক্ষ থেকে অর্পিত দ্বীনী দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করার তাফীক দান করেন। আর হযরতকে যেন জান্নাতুল ফিরদাউস-এর উচ্চ মাকাম নসীব করেন।

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

সমাপ্ত

Scanned with CamScanner